গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার

দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা ও ত্রাণ মন্ত্রণালয়

ন্যাশনাল ডিজাস্টার রেসপন্স কো-অর্ডিনেশন সেন্টার (NDRCC)

বাংলাদেশ সচিবালয়, ঢাকা।

www.modmr.gov.bd

নং- ৫১.০০.০০০০.৪২৩.৪০.০০৫.২০২০.১৮৪ তারিখঃ ২৭/০৩/২০২০খ্রি:

সময়ঃ সকাল ১১.০০ টা

বিষয়ঃ করোনা ভাইরাস (কোভিড-১৯) সংক্রান্ত বিশেষ প্রতিবেদন (প্রতিবেদন নং-২০)।

বিশ্ব পরিস্থিতিঃ

গত ১১/০৩/২০২০ খ্রিঃ তারিখ জেনেভাতে বিশ্ব স্বাস্থ্য সংস্থার সদর দপ্তর হতে বিদ্যমান কোভিড-১৯ পরিস্থিতিকে বিশ্ব মহামারী ঘোষনা করা হয়েছে। সারা বিশ্বে কোভিড-১৯ রোগটি বিস্তার লাভ করেছে। এ রোগে বহুলোক ইতোমধ্যে মৃত্যুবরণ করেছে। কয়েক হাজার মানুষ হাসপাতালে চিকিৎসাধীন রয়েছে। আগামী দিনগুলোতে এর সংখ্যা আরো বাড়ার আশংকা রয়েছে। বিশ্ব স্বাস্থ্য সংস্থার ২৬.০৩.২০২০ খ্রিঃ তারিখ এর করোনা ভাইরাস সংক্রান্ত Situation Report অনুযায়ী সারা বিশ্বের কোভিড-১৯ সংক্রান্ত তথ্য নিম্নরূপঃ

ক্রঃ নং	বিবরণ	বিশ্ব	দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়া
০১	মোট আক্রান্ত	৪,৬২,৬৮৪	২৫৩৬
০২	২৪ ঘন্টায় নতুন আক্রান্তের সংখ্যা	৪৯,২১৯	১৯২
০৩	মোট মৃত ব্যক্তির সংখ্যা	২০৮৩৪	৭৯
০৪	২৪ ঘন্টায় নতুন মৃত্যুর সংখ্যা	২৪০১	০৭

বাংলাদেশ পরিস্থিতিঃ

১। স্বাস্থ্য অধিদপ্তরের হেলথ্ ইমার্জেন্সী অপারেশন সেন্টার ও কন্ট্রোল রুম এবং প্রধানমন্ত্রীর দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা সমন্বয় ও ত্রাণ তৎপরতা মনিটরিং সেল হতে প্রাপ্ত তথ্য নিম্নে প্রদান করা হলোঃ

(ক) বাংলাদেশে কোভিড-১৯ পরীক্ষা ও সনাক্তকৃত রোগী (২৭/০৩/২০২০খ্রি:)ঃ

	গত ২৪ ঘন্টা	অদ্যাবধি
কোভিড-১৯ পরীক্ষা হয়েছে এমন ব্যক্তির সংখ্যা	১০৬	১০২৬
পজিটিভ রোগীর সংখ্যা	০৪	৪৮

(খ) বাংলাদেশে করোনা ভাইরাস (কোভিড-১৯) এ মৃত্যু, আইসোলেশন ও কোয়ারেন্টাইন সংক্রান্ত তথ্যঃ

- কোভিড-১৯ আক্রান্ত ব্যক্তির মধ্যে রিকোভারিপ্রাপ্ত রোগীর সংখ্যাঃ ১১ জন।
- কোভিড-১৯ আক্রান্ত ব্যক্তির মৃত্যুর সংখ্যাঃ ০৫ জন।
- মোট আইসোলেশনে ছিলেন এমন ব্যক্তির সংখ্যাঃ ৩১৪ জন।
- আইসোলেশন হতে ছাড়প্রাপ্ত ব্যক্তির সংখ্যাঃ ২৬৭ জন।
- বর্তমানে আইসোলেশনে থাকা ব্যক্তির সংখ্যাঃ ৪৭ জন।
- মোট কোয়ারেন্টাইনে থাকা ব্যক্তির সংখ্যাঃ ৪৩,৫৬৩ জন।
- কোয়ারেন্টাইন হতে ছাড়প্রাপ্ত ব্যক্তির সংখ্যাঃ ১২,৮৩৯ জন।
- বর্তমানে কোয়ারেন্টাইনে থাকা ব্যক্তির সংখ্যাঃ ৩০,৭২৪ জন।

(গ) বাংলাদেশে স্ক্রিনিংকৃত যাত্রীর সংখ্যা (২৭/০৩/২০২০খ্রি:)ঃ

বিষয়	২৪ ঘন্টায় সর্বশেষ পরিস্থিতি	গত ২১/০১/২০২০ থেকে অদ্যবধি
মোট স্ক্রিনিংকৃত যাত্রীর সংখ্যা (জন)	৭৩৬	৬,৬৪,১৫৭
এ পর্যন্ত দেশের ৩টি আন্তর্জাতিক বিমান বন্দরে বিদেশ থেকে আগত স্ক্রিনিংকৃত যাত্রীর সংখ্যা (জন)	৯২	৩,২২,১৯৯
দু'টি সমুদ্র বন্দরে (চট্টগ্রাম সমুদ্র বন্দর ও মংলা সমুদ্র বন্দর) স্ক্রিনিংকৃত যাত্রীর সংখ্যা (জন)	২৪৫	১০১৪৪
ঢাকা ক্যান্টনমেন্ট ও বেনাপোল রেলওয়ে স্টেশনে স্ক্রিনিংকৃত যাত্রীর সংখ্যা (জন)	০	৭০২৯
অন্যান্য চালু স্থলবন্দরগুলোতে স্ক্রিনিংকৃত যাত্রীর সংখ্যা (জন)	৩৯৯	৩,২৪,৭৮৫

(ঘ) বাংলাদেশে নভেল করোনা ভাইরাস (COVID-19) রোগে কোয়ারেন্টাইন এবং আইসোলোশনের প্রতিবেদন (বিভাগওয়ারী তথ্য ২৬/০৩/২০২০ খ্রিঃ তারিখ সকাল ০৮ টার পূর্বের ২৪ ঘন্টার তথ্য):

ক্রঃ নং	বিভাগের নাম	২৪ ঘন্টায় (পূর্বের দিন সকাল ০৮ ঘটিকা থেকে অদ্য সকাল ০৮ ঘটিকা পর্যন্ত)									
		কোয়ারেন্টাইন						আইসোলেশান		রোগীর তথ্য	
		হোম কোয়ারেন্টাইন		হাসপাতাল ও অন্যান্য স্থান		মোট					
		হোম কোয়ারেন্টাইনে পাঠানো ব্যক্তি/যাত্রীর সংখ্যা	হোম কোয়ারেন্টাইন হতে ছাড়পত্র প্রাপ্ত ব্যক্তি/যাত্রীর সংখ্যা	কোয়ারেন্টাইনে অবস্থানরত রোগীর সংখ্যা	হাসপাতালে কোয়ারেন্টাইন হতে ছাড়প্রাপ্ত রোগীর সংখ্যা	মোট কোয়ারেন্টাইনরত রোগীর সংখ্যা	মোট কোয়ারেন্টাইন হতে ছাড়পত্র প্রাপ্ত রোগীর সংখ্য	আইসোলেশনে চিকিৎসাধীন রোগীর সংখ্যা	আইসোলেশন হতে ছাড়পত্র প্রাপ্ত রোগীর সংখ্যা	কোভিড-১৯ প্রমানিত রোগীর সংখ্যা	হাসপাতালে ভর্তি রোগীর সংখ্যা
০১	ঢাকা	১০০৪	৫৬৪	০৩	১০	১০০৭	৫৭৪	-	-	-	-
০২	ময়মনসিংহ	৮৪	৭২	-	-	৮৪	৭২	-	-	-	-
০৩	চট্টগ্রাম	৮০১	১৪৭৪	১	১	৮০২	১৪৭৫	-	-	-	-
০৪	রাজশাহী	৩৯৪	৪৭০	১৫	-	৪০৯	৪৭০	০১	-	-	-
০৫	রংপুর	১৩৯	৩২০	১	-	১৪০	৩২০	-	-	-	-
০৬	খুলনা	১৪০২	৪৪৫	৪	-	১৪০৬	৪৪৫	-	-	-	-
০৭	বরিশাল	১১৪	১৯৮	-	-	১১৪	১৯৮	০১	-	-	-
০৮	সিলেট	১৩৭	২০০	-	-	১৩৭	২০০	-	-	-	-
	সর্বমোট	৪০৭৫	৩৭৪৩	২৪	১১	৪০৯৯	৩৭৫৪	০২	-	-	-

(ঙ) বাংলাদেশে নভেল করোনা ভাইরাস (COVID-19) রোগে কোয়ারেন্টাইন এবং আইসোলোশনের প্রতিবেদন (বিভাগওয়ারী তথ্য, ১০/০৩/২০২০ খ্রিঃ হতে ২৬/০৩/২০২০ খ্রিঃ সকাল ৮ টা পর্যন্ত):

ক্রঃ নং	বিভাগের নাম	১০/০৩/২০২০ খ্রিঃ হতে সর্বমোট/অদ্যাবধি									
		কোয়ারেন্টাইন						আইসোলেশান		রোগীর তথ্য	
		হোম কোয়ারেন্টাইন		হাসপাতাল ও অন্যান্য স্থান		সর্বমোট					
		হোম কোয়ারেন্টাইনে পাঠানো ব্যক্তি/যাত্রীর সংখ্যা	হোম কোয়ারেন্টাইন হতে ছাড়পত্র প্রাপ্ত ব্যক্তি/যাত্রীর সংখ্যা	হাসপাতাল কোয়ারেন্টাইনে অবস্থানরত রোগীর সংখ্যা	কোয়ারেন্টাইন হতে ছাড়পত্র প্রাপ্ত রোগীর সংখ্যা	সর্বমোট কোয়ারেন্টাইনরত রোগীর সংখ্যা	সর্বমোট কোয়ারেন্টাইন হতে ছাড়পত্র প্রাপ্ত রোগীর সংখ্য	আইসোলেশনে চিকিৎসাধীন রোগীর সংখ্যা	আইসোলেশন হতে ছাড়পত্র প্রাপ্ত রোগীর সংখ্যা	কোভিড-১৯ প্রমানিত রোগীর সংখ্যা	হাসপাতালে ভর্তি রোগীর সংখ্যা
০১	ঢাকা	১০১৯৩	৩৩০৮	৯৮	১৬	১০২৯১	৩৩২৪	৪	-	-	-
০২	ময়মনসিংহ	১৫৬৯	৪১৪	১	-	১৫৭০	৪১৪	-	-	-	-
০৩	চট্টগ্রাম	১০৮১২	৭২৯৪	৩১	৭	১০৮৪৩	৭৩০১	১	-	-	-
০৪	রাজশাহী	৫৪০৩	১২৯৯	১৬	-	৫৪১৯	১২৯৯	১	-	-	-
০৫	রংপুর	২৭৪৯	৮৮২	৪	-	২৭৫৩	৮৮২	২	-	২	-
০৬	খুলনা	১১৩২৫	১৯৫২	১০	১	১১৩৩৫	১৯৫৩	-	-	১	১
০৭	বরিশাল	২৩৮০	৮৫৯	২	১	২৩৮২	৮৬০	৬	৪	-	-
০৮	সিলেট	২৭৫০	৫৫৬	১৮	৪	২৭৬৮	৫৬০	৪	-	-	-
	সর্বমোট	৪৭১৮০	১৬৫৬৪	১৮০	২৯	৪৭৩৬১	১৬৫৯৩	১৮	৪	৩	১

২। করোনা ভাইরাস (কোভিড-১৯) এর বিস্তার প্রতিরোধে বিভিন্ন জেলা কর্তৃক গৃহীত কার্যক্রমঃ

(ক) **ফরিদপুরঃ** জেলা প্রশাসকের কার্যালয়, ফরিদপুর এর স্মারক নং-০৫.১২.২৯০০.০০১.৯৯.০০৯.২০-৫৬; তারিখ: ২৩/০৩/২০২০ খ্রিঃ পত্রের মাধ্যমে জানিয়েছে যে, ফরিদপুর জেলায় করোনা ভাইরাসের সংক্রমণ প্রতিরোধে গৃহীত ব্যবস্থার প্রতিবেদন প্রেরণ বিষয়ক নিম্নোক্ত কার্যক্রম গ্রহণ করা হয়েছেঃ

- আইসোলেশন সেন্টার হিসেবে ব্যবহারের জন্য ৫০ শয্যা বিশিষ্ট নবনির্মিত সালথা উপজেলা স্বাস্থ্য কমপ্লেক্স, ফরিদপুর মেডিকেল কলেজ হাসপাতালের একটি ওয়ার্ড ও আইসিইউ এবং সদর উপরজেলার ণর্থচ্যানেল ইউনিয়নের কবিরপুর চরে ৪৪ শয্যা বিশিষ্ট হার্ট সোসাইটি হাসপাতালকে প্রস্তুত রাখা হয়েছে। এছাড়া এ জেলার সকল উপজেলার স্বাস্থ্য কমপ্লেক্সে ১০টি করে বেড এবং বেসরকারি বিভিন্ন চিকিৎসা প্রতষ্ঠিানে ৫০টি বেডকে কোয়ারেন্টাইন/আইসোলেশন বেড হিসেবে প্রস্তুত রাখা হয়েছে।
- করোনা ভাইরাসে আক্রান্ত বা সন্দেহজনক ব্যক্তির সন্ধান পাওয়া মাত্রই তার উপযুক্ত চিকিৎসা নিশ্চিত করার জন্য সকল উপজেলায় ০৩ জন চিকিৎসাসহ র্যানপিড রেসপন্স মেডিকেল টিম প্রস্তুত রাখা হয়েছে। এছাড়া, আইসোলেশন স্টোরে দায়িত্ব পালনের জন্য ১০ জন ডাক্তারের সমন্বয়ে আরও একটি মেডিকেল টিম প্রস্তুত রাখা হয়েছে।
- করোনা ভাইরাসের সংক্রমণ প্রতিরোধের লক্ষ্যে এ জেলার সকল ইউনিয়নে ইউনিয়ন ও ওয়ার্ড কমিটি গঠন করা হয়েছে এবং জেলা ও উপজেলা কমিটির সকল কমিটি নিয়মিত সভা করে প্রয়োজনীয় কার্যক্রম গ্রহণ করছে।
- করোনা ভাইরাসের সংক্রমণ প্রতিরোধের লক্ষ্যে বিদেশ ফেরত প্রবাসীতের হোম কোয়ারেন্টাইন নিশ্চিতকরণ, নিত্যপ্রয়োজনীয় দ্রব্যমুল্যের উর্দ্ধগতি রোধ এবং বাজার পরিস্থিতি স্বাভাবিক রাখার লক্ষ্যে জেলা ব্যাপী বিজ্ঞ এক্সিকিউটিভ ম্যাজিস্ট্রেটদের নেতৃত্বে নিয়মিত মোবাইল কোর্ট পরিচালিত হচ্ছে।
- জেলা প্রশাসকের কার্যালয় ও সিভিল সার্জনের কার্যালয়সহ এ জেলার ৯টি উপজেলাতেই উপজেলা নির্বাহী অফিসারের কার্যালয় ও উপজেলা স্বাস্থ্য কমপ্লেক্সে করোনা ভাইরাস সংক্রান্ত কন্ট্রোল রুম খোলা হয়েছে।
- করোনা ভাইরাস সম্পর্কে জনগণকে সচেতন করার লক্ষ্যে সমগ্র জেলায় (শহর থেকে গ্রাম পর্যন্ত) মাইকিং এবং লিফলেট ছাপিয়ে তা বিতরণ করা হচ্ছে।
- সকল সরকারি, আধা-সরকারি, বেসরকারি সংস্থা/প্রতিষ্ঠানে সচেতনতামূলক ডেস্ক খোলা হচ্ছে।
- সকল ধরণের জনসমাবেশ (যেমন- রাজনৈতিক, সামাজিক, ধর্মীয়) পরিহারের লক্ষ্যে প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণ করা হয়েছে।
- করোনা ভাইরাসের সংক্রমণ প্রতিরোধের লক্ষ্যে এ জেলায় সদর উপজেলাধীন ০২টি যৌনপল্লীকে লকডাউন করা হয়েছে। যৌনপল্লীতে অবস্থানরত যৌনকর্মীদের মাঝে পরিবার প্রতি ৩০ কেজি হরে ১৫ মেঃটন চাউল এবং নগদ অর্থ বরাদ্দ প্রদান করা হচ্ছে।

(খ) **মাদারীপুরঃ** মাদারীপুর জেলা প্রশাসক হতে টেলিফোনে প্রাপ্ত তথ্য অনুসারেঃ

- করোনা ভাইরাস সংক্রমণ প্রতিরোধে মাদারীপুর পৌরসভায় ২ ও ৩ নং ওয়ার্ড, শিবচর উপজেলার পাচ্চড় ইউনিয়নের এবং দক্ষিণ দোহেরাতলা ইউনিয়নের কয়েকটি গ্রামের জনগণের চলাচলের উপর নিয়ন্ত্রণ আরোপ করা হয়েছে। এ সকল ইউনিয়নের দরিদ্র লোকদের ত্রাণ সহায়তা প্রদান করা হচ্ছে।
- ৯ জন আক্রান্ত ব্যক্তির মধ্যে ৫ জন ঢাকায় এবং ৪ জন মাদারীপুর রয়েছে। আক্রান্ত ব্যক্তিদের সংস্পর্শে আসা ৩৫০ জনকে সনাক্ত করা হয়েছে। যাদের সকলকে হোম কোয়ারেন্টাইনে রাখা হয়েছে। স্বাস্থ্য কর্মী ও স্থানীয় জনপ্রতিনিধিদের মাধ্যমে হোম কোয়ারেন্টাইন নিশ্চিত করা হচ্ছে।
- স্থানীয় বণিক সমিতির সাথে পরামর্শক্রমে প্রবাসীদের সম্পূর্নরূপে বাজারে না যাওয়ার জন্য বলা হয়েছে। এছাড়াও অন্যান্যদেরকে প্রয়োজনের অতিরিক্ত সময় বাজারে অবস্থান না করার জন্য নির্দেশনা প্রদান করা হয়েছে।
- উপজেলা প্রশাসনের নির্দেশে স্কুলের শিক্ষকগণ, ইউনিয়ন পরিষদ এবং গ্রাম পুলিশের মাধ্যমে হাট-বাজারে, কাঠাল বাড়ি ঘাটে করোনা সম্পর্কে সচেতনতার বিষয়ে ৬-৭হাজার লিফটলেট বিতরণ করা হয়েছে।
- যারা করোনায় আক্রান্ত বা সন্দেহভাজন আক্রান্ত তাদের সন্তান যেসব স্কুলে পড়ালেখা করে তাদের সহপাঠীদেরকেও কোয়ারেন্টাইনে রাখা হয়েছে এবং নিয়মিত মনিটর করা হচ্ছে।
- জেলা প্রশাসকের কার্যালয়, মাদারীপুর এর স্মারক নং-৫১.০১.৫৪০০.১২৬.৯৬.০১৬.১৯-১৩৭; তারিখ: ২১/০৩/২০২০ খ্রি: এর মাধ্যমে জানিয়েছে যে, মাদারীপুর জেলার শিবচর উপজেলায় করোনা ভাইরাসের প্রাদুর্ভাব দেখা দিয়েছে। শিবচর উপজেলার আক্রান্ত চারটি এলাকায় যানবাহন ও জনগণের চলাচল নিয়ন্ত্রণ করা হচ্ছে। আক্রান্ত চারটি এলাকায় প্রায় ৬০ (ষাট) হাজার লোক বসবাস করে, যাদের মধ্যে উল্লেখযোগ্য সংখ্যক দিনমজুর ও নিম্নআয়ের লোক রয়েছে। ফলে অনেক দিনমজুর বা নিম্নআয়ের লোক কর্মহীন ও অসহায় হয়ে পড়েছে। এছাড়া জেলা সদর ও প্রতিটি উপজেলায় এক বা একাধিক প্রাতিষ্ঠানিক আইসোলেশন সেন্টার ও কোয়ারেন্টাইন সেন্টার প্রস্তুত রাখা হয়েছে।

(গ) **শরীয়তপুরঃ** জেলা প্রশাসন, শরীয়তপুরের ২২/০৩/২০২০ খ্রিঃ তারিখের স্মারক নং- ৫১.০১.৮৬০০.১৬.০৬.০২০.১৬.১৭৭ এর মাধ্যমে জানিয়েছে যে, শরীয়তপুর জেলায় এখন পর্যন্ত করোনা ভাইরাস শনাক্ত হয়নি। পার্শ্ববর্তী মাদারীপুর জেলায় করোনা ভাইরাস শনাক্ত হয়েছে। শরীয়তপুর জেলায় ইতালি প্রবাসীর সংখ্যা অনেক বেশি। গতকাল (২২/০৩/২০২০) পর্যন্ত ৩৬৪ জন হোম কোয়ারেন্টাইনে আছেন। যে কোন সময় করোনা ভাইরাস আক্রান্ত ব্যক্তি শনাক্ত হতে পারে। সে ক্ষেত্রে নির্ধারিত এলাকায় লোকজনের চলাচলে নিয়ন্ত্রণ আরোপ করায় প্রয়োজনীয়তা দেখা দিতে পারে। সেরূপ পরিস্থিতিতে নিম্ন আয়ের জনগনের ত্রাণ সহায়তা প্রদানের প্রয়োজন হতে পারে।

গতকাল ২২/০৩/২০২০ খ্রিঃ তারিখের স্মারক নং-৫১.০১.৮৬০০.১৬.০৬.০২০.১৬.১৬৬ এর মাধ্যমে জানানো হয়েছিল যে, সাম্প্রতিক বৈশ্বিক মহামারী পরিস্থিতিতে করোনা ভাইরাস সংক্রমণ রোধের পাশাপাশি সার্বিক পরিস্থিতি স্বাভাবিক রাখার লক্ষ্যে ২২/০৩/২০২০ খ্রিঃ তারিখে জেলা দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা কমিটির সভা অনুষ্ঠিত হয়েছে। সভায় বেশ কিছু গুরুত্বপূর্ণ সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়েছে। গুরুত্বপূর্ন সিদ্ধান্তসমূহ নিম্নরূপঃ

- করোনা ভাইরাস সংক্রমণে রোধে জেলা পর্যায়ে নিয়ন্ত্রণ কক্ষ ইতোমধ্যে খোলা হয়েছে। জেলা ত্রাণ ও পুনর্বাসন কর্মকর্তা নিয়ন্ত্রণ কক্ষের সার্বক্ষণিক দায়িত্ব পালন করবেন।
- করোনা ভাইরাস কী, কিভাবে ছড়ায়, কি করবেন ও কী করবেন না এ সকল তথ্য সম্বলিত লিফলেট বিতরণ ও ব্যাপক মাইকিং করা হয়েছে এবং তা অব্যাহত রাখার জন্য জেলা তথ্য কর্মকর্তা ও জেলার সকল ইউপি চেয়ারম্যানকে অনুরোধ জানানো হয়েছে।
- জনসচেতনতামূলক লিফলেট ও স্বাস্থ্য অধিদপ্তরের সতর্কবার্তা বিজ্ঞপ্তির আকারে স্থানীয় পত্রিকায় প্রকাশ করা হচ্ছে এবং স্থানীয় ক্যাবল অপারেটরের মাধ্যমে তা প্রচার করা হচ্ছে। প্রচার ব্যবস্থাটি অব্যাহত রাখার জন্য সংশিলষ্ট সকলকে অনুরোধ জানানো হয়েছে।
- সকল ইউনিয়নের প্রতিটি ওয়ার্ডে একজন স্বাস্থ্যকর্মী ও একজন গ্রাম পুলিশকে নির্দিষ্ট করে দায়িত্ব প্রদান করা হয়েছে। তারা বিদেশ ফেরত ব্যক্তিদের বাড়ীতে গিয়ে প্রবাসী ও তাদের পরিবারের সদস্যদের বুঝিয়ে হোম কোয়ারেন্টাইন নিশ্চিত করছেন এবং প্রতিবেশী একজন সচেতন ব্যক্তির জিম্মায় দেয়া হচ্ছে।
- কোয়ান্টোইনে থাকা প্রতিটি ব্যক্তিকে আশেপাশের পাড়া-প্রতিবেশী/একজন শিক্ষিক-সচেতন ব্যক্তির জিম্মায় দেয়া হয়েছে, যাতে তারা হোম কোয়ারেন্টাইর থেকে বের হয়ে বাইরে ঘোরাফেরা করতে না পারে। বাইরে ঘোরাফেরা শুরু করলেই স্থানীয় প্রশাসন সংবাদ পেয়ে যাচ্ছে এবং প্রয়োজনীয় আইনানুগ ব্যবস্থা গ্রহণ করছে।
- কোন প্রবাসী হোম কোয়ারেন্টাইন অনুসরণ করছেন না মর্মে সংবাদ প্রাপ্তির সাথে সাথে তাদেরকে মোবাইল কোর্টের মাধ্যমে আইনের আওতায় এনে জরিমানা করা হচ্ছে এবং কোয়ারেন্টাইন নিশ্চিত করা হচ্ছে।
- কোন অসাধু ব্যবসায়ী বর্তমান পরিস্থিতির সুযোগ নিয়ে নিত্য প্রয়োজনীয় দ্রব্যের মূল্য অস্বাভাবিক বৃদ্ধি করতে না পারে সে বিষয়ে জেলার সকল বাজার মনিটরিং এর আওতায় আনা হয়েছে এবং নিয়মিত মোবাইল কোর্ট পরিচালনার মাধ্যমে এ ধরণের অসাধু ব্যবসায়ীদের জমিমানা করা হচ্ছে।
- বাংলাদেশ ন্যাশনাল ক্যাডেট কোর, বাংলাদেশ রোভার স্কাউট, বাংলাদেশ স্কাউট, বাংলাদেশ গার্লস গাইডস এসোসিয়েশন, রেডক্রিসেন্ট,আনসার ভিডিপি ও বেসরকারী সংস্থাসমূহকে এ বিষয়ে জনগণকে সচেতন করার কাজে ব্যাপক প্রচার ও মনিটরিং কার্যক্রমে অংশগ্রহণের অনুরোধ জানানো হয়েছে।

(ঘ) **খুলনাঃ** জেলা প্রশাসন, খুলনার পত্র নং ৫১.০১.৮৬০০.০১৬.০৬.০২০.১৬.১৬৬, তারিখ- ২২.০৩.২০২০খ্রিঃ এর মাধ্যমে জানানো হয়েছে যে, ২২.০৩.২০২০খ্রিঃ তারিখ জেলা দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা কমিটির সভা অনুষ্ঠিত হয়েছে। সভায় করোনা ভাইরাস প্রতিরোধ এবং এ সংক্রান্ত সার্বিক বিষয়ে আলোচনা হয়েছে। সভায় করোনা ভাইরাস প্রতিরোধে ১৩ সদস্যের একটিবিভাগীয় কমিটি গঠন করা হয়েছে। গঠিত বিভাগীয় কমিটি একটি সভা করে বেশ কিছু সিদ্ধান্ত গ্রহণ করেছে। সিদ্ধান্তসমূহ নিম্নরুপঃ

- বিদেশ থেকে আগত ব্যক্তিদের হোম কোয়ারেন্টাইন অবশ্যই নিশ্চিত করতে হবে এবং এখনও শনাক্ত হয়নি এরুপ প্রবাসীদের তথ্য দ্রুত সংগ্রহপূর্বক স্থানীয় স্বেচ্ছাসেবক/রাজনতিক নেতৃবৃন্দ সহযোগে কোয়ারেন্টাইন নিশ্চিত করবেন।
- হোম কোয়ারেন্টাইন বাড়ীতে দর্শনীয় স্থানে লাল পতাকা টানানো ব্যবস্থা গ্রহণ করতে হবে।
- ফ্লু বা করোনা আক্রান্ত রোগীদের প্রাথমিক স্বাস্থ্য সেবা মোবাইলের মাধ্যমে সুনির্দিষ্ট ডাক্তারদের নম্বরে মোবাইল যোগাযোগপূর্বক গ্রহণ করার ব্যবস্থা নিশ্চিত করে সংক্রমণের হার হ্রাস করার ব্যবস্থা নিতে হবে।
- স্বাস্থ্য অধিদপ্তরের নির্দেশনা মোতাবেক প্রতি জেলায় ১০ জন মেডিকেল অফিসার ও ৪ জন মেডিকেল টেকনোলজিষ্ট সমন্বয়ে করোনা ভাইরাস পরিস্থিতি মোকাবেলায় টিম গঠনপূর্বক দায়িত্ব পালন করার বিষয়টি সিভিল সার্জনগণ নিশ্চিত করবেন।
- স্বাস্থ্যসেবা প্রদানকারীদের জন্য জরুরীভাবে PPE (Personal Protective Equipment) সরবরাহ করার জন্য স্বাস্থ্য সেবা বিভাগকে অনুরোধ করা যেতে পারে।
- মসজিদের ইমামগণ পাঁচ ওয়াক্ত নামাজের পূর্বে/পরে করোনা ভাইরাস প্রতিরোধে সরকারি নির্দেশনা মাইকে প্রচার করবেন।
- অযাচিত লোকজনের আড্ডা বন্ধে সকল রেস্তোরা, চায়ের দোকান, খাবারের দোকান থেকে টেলিভিশন সরিয়ে ফেলতে হবে।

(ঙ) **নীলফামারীঃ** জেলা প্রশাসন, নীলফামারীর পত্র নং ৫১.০১.৭৩০০.০০০.৯৮.০০৩.২০.১০৮০, তারিখঃ ২৩.০৩.২০২০ এর মাধ্যমে জানানো হয়েছে যে, করোনা ভাইরাস প্রতিরোধে নিম্নবর্ণিত কার্যক্রম গ্রহণ করা হয়েছেঃ

- জেলা ও উপজেলা কমিটি গঠন করা হয়েছে।
- জেলা কমিটির সভা করা হয়েছে।
- করোনা ভাইরাস প্রতিরোধে সচেতনতামূলক জেলা পর্যায়ে সকল কর্মকর্তাকে নিয়ে প্রথম সভা করা হয়েছে।
- জাতীয় দুর্যোগ প্রস্তুতি দিবস, ২০২০ উদযাপন উপলক্ষ্যে দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা কমিটির সভা আহ্বান করা হয়। সভায় কোভিড-১৯ (করোনা ভাইরাস) প্রতিরোধে সচেতনতামূলক আলোচনা ও লিফলেট বিতরণ করা হয়।
- করোনা ভাইরাস প্রতিরোধে জেরার সকল ক্লিনিক ও বেসরকারি হাসপাতাল মালিকদের নিয়ে সভা করা হয়।
- জেলা উন্নয়ন সমন্বয় সভায় করোনা ভাইরাস প্রতিরোধে আলোচনা করা হয়।
- এনজিওদের নিযে এনজিও মাসিক সভা করা হয়েছে।
- চেয়ারম্যান জেলা পরিষদ, উপজেলা পরিষদ, ইউনিয়ন পরিষদ, সকলকে নিয়ে করোনা ভাইরাস প্রতিরোধে সভা করা হয়েছে। লিফলেট বিতরণ করা হয়। ইউনিয়ন পর্যায়ে কমিটি গঠন করা হয় এবং প্রয়োজনীয় নির্দেশরনা প্রদান করা হয়।
- নিত্যপণ্যের দাম নিয়ন্ত্রণে এ জেলার সকল ব্যবসায়ীদের সমিতি ও চাল মিল মালিকদের নিয়ে সভা করা হয়েছে।

- জেলার সকল ঔষধ কোম্পানীর প্রতিনিধিদের নিয়ে সভা করা হয় এবং প্রয়োজনীয় সকল ঔষধ সরবরাহ করার জন্য অনুরোধ জানানো হয়।
- নিত্যপণ্যের দাম নিয়ন্ত্রণে মোবাইল কোর্ট পরিচালনা করা হচ্ছে।
- সাধারণ মানুষকে সেচতন করার জন্য বিভিন্ন ধরণের লিফলেট বিতরণ করা হচ্ছে এবং বিভন্ন স্থানে সচেতনতামূলক ব্যনার টানানো হয়েছে।
- এ জেলায় বিভিন্ন দেশ থেকে আসা প্রবাসীদের হোম কোয়ারেন্টাইন নিশ্চিত করার জন্য উপজেলা কমিটি, ইউনিয়ন কমিটি এবং ওয়ার্ড কমিটিসহ সংশ্লিষ্ট সকলকে প্রয়োজনীয় নির্দেশনা প্রদান করা হয়েছে এবং মনিটরিং করা হচ্ছে।
- সাধারণ মানুষকে সচেতন করার জন্য মাইকিং করা হচ্ছে।
- করোনা ভাইরাস প্রতিরোধে বিভিন্ন কার্যকমের মনিটরিং করা হচ্ছে।
- করোনা ভাইরাস মোকাবেলায় দুর্যোগ বিষয়ক স্থায়ী আদশাবলী-২০১৯ মোতাবেক প্রয়োজনীয় কার্যক্রম গ্রহণের জন্য জেলা/উপজেলা/পৌরসভা/ইউনিয়ন দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা কমিটিকে নির্দেশনা প্রদান করা হয়েছে।

(চ) **লালমনিরহাটঃ** জেলা প্রশাসকের কার্যালয়, লালমনিরহাট এর স্মারক নং-৫১.০১.৫২০০.০০০.৩৯.০০৭.২০.১৬৬; তারিখ: ২২/০৩/২০২০ খ্রিঃ পত্রের মাধ্যমে জানিয়েছে যে, কোভিড-১৯ (করোনা ভাইরাস) এর কারণে জেলা, উপজেলা, ইউনিয়ন ও গ্রাম পর্যায়ে গৃহীত কার্যক্রম নিম্নরূপঃ

- গত ০৫/০৩/২০২০ খ্রিঃ তারিখে করোনা ভাইরাস প্রতিরোধে জেলা কমিটির সভা অনুষ্ঠিত হয়েছে।
- জেলার সকল উপজেলা, পৌরসভা, ইউনিয়ন ও গ্রাম পর্যায়ে সচেতনতামূলক মাইকিং করা হয়েছ।
- জেলার সকল উপজেলা, পৌরসভা, ইউনিয়ন ও গ্রাম পর্যায়ে সচেতনতামূলক লিফলেট বিতরণ করা হয়েছে।
- জেলা প্রশাসকের কার্যালয়ে সচেতনতামূলক ব্যানার প্রদর্শন ও হাত ধোয়ার ব্যবস্থা করা হয়েছে।
- জেলা, উপজেলা, পৌরসভা, ইউনিয়ন ও ওয়ার্ড দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা কমিটি গঠন করা হয়েছে।
- হোম কোয়ারেন্টাইন নিশ্চিত করণের জন্য গ্রাম পুলিশ মোতায়েন করা হয়েছে।
- লালমনিরহাট নার্সিং ইন্সটিটিউট ও সরকারি কলেজের মহিলা হোস্টেল হোম কোয়ারেন্টাইন এর জন্য প্রস্তুত রাখা হয়েছে।
- জেলা, উপজেলা ও রেলওয়ে হাসপাতালে আইসোলেশনের বেড প্রস্তুত রাখা হয়েছে।
- আইসোলেশনের জন্য লালমনিরহাট পিটিআইকেন্দ্র প্রস্তুত রাখা হয়েছে।

(ছ) **নাটোরঃ** জেলা প্রশাসকের কার্যালয়, নাটোর স্মারক নং-৫১.০১.৬৯০০.০২১.৩৯.০০২.১৬-১৯৭; তারিখ: ২৩/০৩/২০২০ খ্রিঃ এর মাধ্যমে জানিয়েছে যে, বিশ্বব্যাপী কোভিড-১৯ (করোনাভাইরাস) ছড়িয়ে পড়ায় বাংলাদেশে করোনা ভাইরাস প্রতিরোধের অংশ হিসেবে নাটোর জেলাতে করোনা ভাইরাস প্রতিরোধ করার জন্য নিম্নলিখিত পদক্ষেপ গ্রহণ করা হয়েছেঃ

- করোনা ভাইরাস মোকাবেলায় ইউনিয়ন, পৌরসভা ও উপজেলা দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা কমিটি গঠন করে রেসপন্ডিং টিম তথ্য জরুরি সাড়াদান গ্রুপ হিসেবে সার্বক্ষনিকভাবে প্রস্তুত রাখার জন্য এবং বিশ্ব স্বাস্থ্য সংস্থা এবং স্বাস্থ্য মন্ত্রণালয় থেকে সময়ে সময়ে জারিকৃত কারণীয় সমূহ যথাযথভাবে বাস্তবায়নে কার্যকরী পদক্ষেপ গ্রহণ করার জন্য জেলা দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা কমিটির সভাপতি জেলা প্রশাসক মহোদয় জেলাধীন সকল চেয়ারম্যান, উপজেলা পরিষদ, উপজেলা নির্বাহী অফিসার, মেয়র, পৌরসভা ও উপজেলা প্রকল্প বাস্তবায়ন কর্মকর্তগণকে নির্দেশনা প্রদান করেছেন।
- জেলা দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা কমিটির জরুরি সভা করে সংশ্লিষ্ট সকল বিভাগ ও দপ্তরকে প্রয়োজনীয় দিকনির্দেশনা প্রদান করা হয়েছে।
- জনসাধারণকে সচেতন করার জন্য জনসমাগম এড়ানোর জন্য ও বিদেশ ফেরত ব্যক্তিদেরকে হোম কোয়ারেন্টাইনে রাখার জন্য সর্বত্র মাইকিং করা হচ্ছে।
- করোনা ভাইরাস এর তথ্য ও খবরা খবর সংগ্রহের জন্য জেলা ও উপজেলা পর্যায়ে কন্ট্রোল রুম খোলা হয়েছে।

(জ) **হবিগঞ্জঃ** জেলা প্রশাসকের কার্যালয়, হবিগঞ্জ স্মারক নং-৫১.০১.৩৬০০.০০০.০৬.০০২.১৯-১৪২; তারিখ: ২৩/০৩/২০২০ খ্রিঃ এর মাধ্যমে জানানো হয়েছে যে, করোনা ভাইরাস মোকাবেলায় জেলা দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা কমিটির সভায় নিম্নবর্ণিত সিদ্ধান্তসমূহ গৃহীত হয়ঃ

- দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা কমিটি, জেলা দুর্যোগ সাড়াদান গ্রুপ, পৌরসভা দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা কমিটি, পৌরসভা ওয়ার্ড দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা কমিটি, পৌরসভা দুর্যোগ সাড়াদান গ্রুপ, পৌরসভা ওয়ার্ড দুর্যোগ সাড়াদান গ্রুপ, উপজেলা দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা কমিটি , উপজেলা দুর্যোগ সাড়াদান গ্রুপ, ইউনিয়ন দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা কমিটি, ইউনিয়ন দুর্যোগ সাড়াদান গ্রুপ, ওয়ার্ড দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা কমিটি , ওয়ার্ড দুর্যোগ সাড়াদান গ্রুপসমূহকে দুর্যোগ বিষয়ক স্থায়ী আদেশাবলী ২০১৯ অনুসরণ করতে হবে।
- টি-স্টল, রেস্তোরাসমূহে বসে খাবার গ্রহণ করা যাবেনা। দ্রুত নিজ নিজ আবাসস্থলে খাবার নিয়ে গমণ করতে হবে।
- কোনো হোটেল, চায়ের দকোনে টিভি/ক্যারাম বোর্ড রাখা যাবে না।
- সাপ্তাহিক বড় হাটসমূহ আগামী ১ সপ্তাহের জন্য বন্ধ থাকবে। তবে সেখানে প্রতিদিন প্রয়োজনীয় পণ্য ও দ্রব্যাদি ক্রয়-বিক্রয় করা যাবে। কাঁচা বাজারসমূহে ক্রেতা বিক্রেতাদের নিরাপত্তার স্বার্থে বাজারের প্রবেশমূখে পানি ও সাবান/ হ্যান্ডওয়াশ রেখে বাজারের প্রবেশ ও বাহির হওয়ার সময় হাত ধোয়ার ব্যবস্থা রাখতে হবে।
- প্রত্যেক ক্লিনিকে ০৩টি করে বেড আইসোলেশন হিসেবে রাখতে হবে।

- ক্ষুদ্র ব্যবসায়ীদের আবেদন বিবেচনা করে ও গণ জমায়েত এড়ানোর স্বার্থে এ জেলার এনজিও কর্তৃপক্ষ সমূহকে তাদের লোনের কিস্তি সাময়িক সময়ের জন্যবন্ধ রাখতে অনুরোধ 'জানানো হয় এবং করোনা ভাইরাসের সচেতনতামূলক লিফলেট সরবরাহ, মাস্ক, হ্যান্ড গ্লাভস, পিপিই জেলা ও উপজেলা পর্যায়ে সরবরোহের ব্যবস্থা নিতে হবে।
- জনসাধারণকে বিনা প্রয়োজনে যত্রতত্র ঘরের বাইরে ঘোরাফেরা না করার জন্য মাইকিং ও লিফলেট বিতরণ করে জনসচেতনতা বৃদ্ধি অব্যাহত রাখতে হবে।

(ঝ) **বরিশালঃ** জেলা প্রশাসকের কার্যালয়, বরিশাল স্মারক নং-৫১.০১.০৬০০.০০০.২০.০০৭.-১৯-১৯৭; তারিখ: ২৪/০৩/২০২০ খ্রিঃ এর মাধ্যমে জানিয়েছে যে, বিশ্বে মহামারী রুপে সংক্রমিত করোনা ভাইরাস প্রতিরোধে বরিশাল জেলা প্রশাসকের নেতৃত্বে গৃহীত বিভিন্ন কার্যক্রম নিম্নরূপঃ

- জেলা, উপজেলা, পৌরসভা, ইউনিয়ন ও ওয়ার্ড পর্যায়ের দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা কমিটি ও দুর্যোগ সাড়াদান গ্রুপের সভা করা হয়েছে।
- জেলা প্রশাসক মহোদয় সমগ্র কালেকটরেট ভবনকে ভাইরাস মুক্ত করনের ব্যবস্থা গ্রহণ করা হয়েছে।
- উপজেলা নির্বাহী অফিসার এবং উপজেলা প্রকল্প বাস্তবায়ন কর্মকর্তাদেরকে করোনা ভাইরাস সংক্রমণ প্রতিরোধে সতর্কতামূলক মাইকিং করতে বলা হয়েছে।
- করোনা ভাইরাসের প্রাদুর্ভাবে কর্মহীন হয়ে পরা পেশাজীবি দিনমজুর মানুষদের সাহায্যার্থে জেলার প্রতি উপজেলায় ৫ মেঃটন করে ৫০ মেঃটন চাল বরাদ্দ প্রদান করা হয়েছে।
- করোনা ভাইরাস সংক্রমণ প্রতিরোধে জিও এনজিও যারা আছেন তারা এ বিষয়ে সচেতনতা বৃদ্ধির ব্যবস্থা গ্রহণ করবে।
- কোন এলাকায় সংক্রমণ দেখা দিলে সেকানে গিয়ে নির্ধারিত প্রোটকল অনুযায়ী আক্রান্তদের চিকিৎসার আওতায় আনতে হবে।
- যে কোন ধরণের সামাজিক অনুষ্ঠান/ধর্মীয় অনুষ্ঠান/ কোন ধরণের সমাবেশ করা যাবে না। সচেতনতা বৃদ্ধির জন্য লিফঠে বিতরণ করা হচ্ছে।
- বরিশাল জেনারেল হাসপাতালের ডাইরিয়া ওয়ার্ডকে করোনা রোগীর জন্য আইসোলেশন ওয়ার্ড করার সিদ্ধান্ত গ্রহণ করা হয়েছে এবং ডায়রিয়া রোগীকে সদর হাসপাতালে অন্যান্য ওয়ার্ডে স্থানান্তর করার সিদ্ধান্ত নেয়া হয়েছে।

(ঞ) **কিশোরগঞ্জঃ** জেলা প্রশাসকের কার্যালয় কিশোরগঞ্জ এর ২৪/০৩/২০২০ খ্রিঃ তারিখের ৫১.০১.৪৮০০.০২২.১৬.০০১.১৯.২১৫ নং স্মারকের মাধ্যমে জানিয়েছে যে, কোভিড-১৯ (করোনা ভাইরাস) এর কারণে জেলা, উপজেলা, ইউনিয়ন ও গ্রাম পর্যায়ে গৃহীত কার্যক্রম নিম্নরূপঃ

- সরকারি কার্যক্রম পরিচালনা করা সভা, সমাবেশ, সেমিনার, সামাজিক/সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান, ওয়াজ, দোয়া মাহফিল, ওরশ, কীর্তণ, অষ্টমী স্নান, যাত্রা, মেলাসহ কোন ধরনের ধর্মীয় গণজমায়েত আয়োজন না করার জন্য নির্দেশনা প্রদান করা হয়েছে।
- সকল প্রকার রিসোর্ট, কমিউনিটি সেন্টার, পিকনিক স্পট, বিনোদন পার্ক ক্লাবসমূহ পরবর্তী নির্দেশনা না দেয়া পর্যন্ত বন্ধ রাখতে নির্দেশনা প্রদান করা হয়েছে।
- স্কুল, কলেজ, মাদরাসাসহ সকল ধরনের শিক্ষা প্রতিষ্ঠান, কোচিং সেন্টার, প্রশিক্ষণ কেন্দ্র, সিনেমা হল ইত্যাদির কার্যক্রম আপাতত বন্ধ রাখতে বলা হয়েছে।
- হোটেল/রেঁস্তোরায় বসে না খাওয়া। খাবার পার্সেল করে নিয়ে যাওয়ার নির্দেশনা প্রদান করা হয়েছে।
- চা এর দোকানে আড্ডা না দেয়া বা না বসার জন্য নির্দেশনা প্রদান করা হয়েছে।
- প্রতি ট্রিপের পর গণপরিবহনে জীবানুনাশক ব্যবহার ও ওয়াশ করার নির্দেশনা প্রদান করা হয়েছে।
- সর্দি, কাশি ও জ্বরে আক্রান্ত হলে মসজিদ/মন্দির/উপাশনালয়ে যাওয়া থেকে বিরত থাকাসহ গণপরিবহন এড়িয়ে চলতে নির্দেশনা প্রদান করা হয়েছে।
- সম্প্রতি বিদেশ থেকে আগত ব্যক্তিদের বাধ্যতামূলকভাবে স্বেচ্ছায় হোম কোয়ারেন্টাইনে থাকতে নির্দেশনা প্রদান করা হয়েছে।
- করোনা ভাইরাস প্রতিরোধে এলাকায় সচেতনতামূলক কার্যক্রম গ্রহণ করতে বলা হয়েছে।
- দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা অধিদপ্তরের ২১/০৩/২০২০ খ্রিঃ তারিখের ২৯৮ নং স্মারকে করোনা ভাইরাস মোকাবেলায় প্রয়োজনীয় নির্দেশনার প্রেক্ষিতে এ কার্যালয়রে গত ২২/০৩/২০২০ খ্রিঃ তারিখের ২০৪ নং স্মারকে করোনা ভাইরাস মোকাবেলায় দুর্যোগ বিষয়ক স্থায়ী আদেশাবলী ২০১৯ মোতাবেক প্রয়োজনীয় কার্যক্রম গ্রহণের জন্য সংশ্লিষ্ট পৌরসভার মেয়র, সকল উপজেলা নির্বাহী অফিসার, উপজেলা প্রকল্প বাস্তবায়ন কর্মকর্তা ও ইউনিয়ন পরিষদ চেয়ারম্যানকদের-কে নির্দেশনা প্রদান করা হয়েছে।

(ট) **কুড়িগ্রামঃ** জেলা প্রশাসকের কার্যালয়, কুড়িগ্রাম স্মারক নং-৫১.০১.৪৯০০.০০০.৪১.০০২.১৯-১৯৬; তারিখ: ২৩/০৩/২০২০ খ্রিঃ এর মাধ্যমে জানিয়েছে যে, কুড়িগ্রাম জেলার দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা কমিটির সভায় নিম্নবর্ণিত সিদ্ধান্তটি গৃহীত হয়ঃ

- বিশ্বব্যাপী এবং বাংলাদেশে করোনা ভাইরাসের সংক্রমনের কারণে ঝুঁকির মধ্যে শিক্ষা প্রতিষ্ঠান, গবাদি পশুর হাট, শপিং মল, পর্যটকের আনোগোনা ইত্যাদি বন্ধ ঘোষণা করা হয়েছে। সাধারণ জনগণকে জনসমাগম এড়িয়ে চলতে অনুরোধ করা হয়েছে। ফলে এ জেলার ন্মিনআয়ের মানুষের জীবন-জীবিকা। কিছুটা বিঘ্নিত হওয়ার আশংকা রয়েছে। এ সকল নিম্নআয়ের মানুষের জীবন-জীবিকা স্বাভাবিক রাখার লক্ষ্যে তাদের খাদ্য ও অর্থ সহায়তা প্রদান করার প্রয়োজনীয়তা রয়েছে।

(ঠ) **রাজশাহীঃ** জেলা প্রশাসনের ২৩.০৩.২০২০খ্রিঃ তারিখের ৫১.০১.৮১০০.০২৫.০৪.০০১.১৯.১৭৮ নং পত্রের মাধ্যমে জানানো হয়েছে যে, সাম্প্রতিক করোনা ভাইরাস (কোভিড-১৯) এর কারণে রাজশাহী জেলার সাথে ঢাকাসহ সারাদেশের বাস চলাচল বন্ধ রয়েছে এবং এ জেলায় কোন শিল্প কারখানা না থাকার কারণে শ্রমজীবি দিন মজুর মানুষ কর্মহীন হয়ে পড়েছে।

(ড) **ময়মনসিংহঃ** জেলা প্রশাসক, ময়মনসিংহ টেলিফোনে জানিয়েছে যে, আজ ২১.০৩.২০২০খ্রিঃ তারিখ সকাল ১১.০০ ঘটিকায় করোনা ভাইরাস সংক্রমণ প্রতিরোধে ‘জেলা দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা কমিটি’ বিশেষ সভা অনুষ্ঠিত হয়।

(ঢ) **নওগাঁ:** জেলা প্রশাসকের কার্যালয়, নওগাঁ স্মারক নং-৫১.০১.৬৪০০.১২৬.০৭.০০৭.১৯-১৮৬;তারিখ: ২৪/০৩/২০২০ খ্রিঃ এর মাধ্যমে জানিয়েছে যে, করোনা ভাইরাস প্রতিরোধে নওগাঁ জেলার সকল উপজেলা, ইউনিয়ন ও গ্রাম পর্যায়ে নিম্নোক্ত কার্যক্রম গ্রহণ করা হয়েছেঃ

- জেলা সদরসহ জেলার সকল উপজেলা, পৌরসভা, ইউনিয়ন ও গ্রাম পর্যায়ে নিয়মিত মাইকিং ও সচেতনতামূলক লিফলেট বিতরণ করা হচ্ছে।
- জেলার সকল উপজেলা, পৌরসভা, ইউনিয়ন ও গ্রাম পর্যায়ে চায়ের দোকান, খাবার হোটেল, রেস্তোরা ইত্যাদি বন্ধ করা হয়েছে।
- জেলার সকল উপজেলা, পৌরসভা, ইউনিয়ন ও গ্রাম পর্যায়ে এনজিও, সমবায় সমিতি এর ঋণ/কিস্তি আদান প্রদান বন্ধ করা হয়েছে।
- জেলার সকল উপজেলা, পৌরসভা, ইউনিয়ন ও গ্রাম পর্যায়ে কোচিং/ক্লাব/বিনোদন পার্ক/কমিউনিটি সেন্টার বন্ধ করা হয়েছে।
- বাজার দ্রব্যের মুল্য স্বাভাবিক রাখার নিমিত্ত নিয়মিত মোমবাইল কোর্ট পরিচালনা ও বাজার মনিটরিং করা হচ্ছে।
- হোম কোয়ারেন্টাইনে থাকা সকল ব্যক্তিদের বাড়ীর সামনে সতর্কতামুলক বড় স্টিকার লাগানো হয়েছে।
- জেলার প্রতিটি উপজেলায় আইসোলেশন সেন্টার প্রস্তুত রাখা হয়েছে। এছাড়া উপজেলা মুক্তিযোদ্ধা কমপ্লেক্সসমূহকে বিকল্প আইসলোলেশন সেন্টার হিসাবে নির্ধারণ করা হয়েছে।
- জেলা ও উপজেলা প্রশাসনের কর্মকর্তা কর্মচারীদের জন্য ppeক্রয়ের উদ্যোগ গ্রহণ করা হয়েছে।
- জেলা প্রশাসকের কার্যালয়ের সকল শাখায় হ্যান্ডওয়াশ, স্যানিটাইজার বিতরণ করা হয়েছে এবং আগত সেবা গ্রহীতার/দর্শনার্থীদের জন্য কার্যালয়ের মুল ফটকে সাবান-পানিতে হাত ধোয়ার ব্যবস্থা রাখা হয়েছে।
- হোম কোয়ারেন্টাইন নিশ্চিতকরণের জন্য হোম কোয়ারেন্টাইনভুক্ত ব্যক্তিদের বাড়ী গ্রাম পুলিশের মাধ্যমে সার্বক্ষণিক নজরদারিতে রাখা হয়েছে।
- জেলা/উপজেলা দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা কমিটির সভা করাসহ জেলা/উপজেলা/ইউনিয়ন/ওয়ার্ড দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা কমিটিকে সক্রিয় রাখা হয়েছে।
- করোনা প্রতিরোধে জেলা/উপজেলা/পৌরসভা/ইউনিয়নর/ওয়ার্ড পর্যায়ে কমিটি গঠন করে ব্যবস্থা নেয়া হয়েছে।
- সরকার কর্তৃক সময়ে সময়ে জারিকৃত সকল নির্দেশনা অনুযায়ী প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণ করা হচ্ছে।

(ন) **খাগড়াছড়িঃ** জেলা প্রশাসকের কার্যালয়, খাগড়াছড়ি স্মারক নং- ৫১.০১.৪৬০০.০০০.৪১.০৭০.২০-১৬৮;তারখিঃ২৩/০৩/২০২০ খ্রিঃ এর মাধ্যমে জানানো হয়েছে যে, করোনা ভাইরাস প্রতিরোধে খাগড়াছড়ি পার্বত্য জেলায় নিম্নোক্ত কার্যক্রম গ্রহণ করা হয়েছেঃ

- খাগড়াছড়ি পার্বত্য জেলায় কোরান ভাইরাসের সংক্রমণ প্রতিরোধে জেলা, উপজেলা, পৌরসভা ও ইউনিয়ন পর্যায়ে কমিটি গঠন করে সক্রিয় করা হয়েছে।
- জেলায় একটি নিয়ন্ত্রণ কক্ষ খোলা হয়েছে যার নম্বর ০৩৭১-৬১৯৮১।
- জেলায় সর্বস্তরের জনগণের মাঝে সচেতনতা বৃদ্ধির জন্য COVID-19 এর লিফলেট ও স্বাস্থ্য তথ্য কার্ড বিতরণ করা হয়েছে।
- COVID-19এর সচেতনতা মূলক বিজ্ঞাপন ক্যাবল নেটওয়ার্কে প্রচারের ব্যবস্থা করা হয়েছে।
- জনসাধারণের মাঝে সচেতনতা বৃদ্ধির জন্য গুরুত্বপূলর্ণ স্থানে মাইকিং করা হচ্ছে।
- জেলা সদর হাসপাতালে ৩০ টিসহ জেলায় মোট ৮০টি আইসোলেশন বেড প্রস্তুত রাখা হয়েছে।
- জরুরী প্রয়োজনে হোটেল ‘ইকোছড়ি ইন” ও পার্বত্য চট্টগ্রাম উন্নয়ন বোর্ডের রেষ্ট হাইজ কে প্রাতিষ্ঠানিক কোয়ারেন্টাইন/ আইসোলেশন ওয়ার্ড হিসেবে প্রস্তুত রাখা হয়েছে।
- কেন্দ্রীয় কমিটির প্রেরতি তালিকা অনুযায়ী বিদেশ প্রত্যাগত প্রবাসীদের উপজেলা ও ইউনিয়ন কমিটির মাধ্যমে খুজে বের করে আবশ্যিকভাবে ১৪ দিনের হোম কোয়ারেন্টাইনে রাখার ব্যবস্থা গ্রহণ করা হচ্ছে।
- জেলায় সকল ধর্মীয়, সামাজিক রাজনৈতিক ও সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠানে জনসমাবেশ নিষিদ্ধ করা হয়েছে।
- জেলার সকল পর্যটন কেন্দ্র সকলের জন্য বন্ধ ঘোষণা করা হয়েছে।

(ত) **ফেনীঃ** জেলা প্রশাসকের কার্যালয়, ফেনী স্মারক নং- ৫১.০১.৩০০০.০০০.৪১.১১২.২০-১৭০; তারখিঃ ২৩/০৩/২০২০ খ্রিঃ মাধ্যমে জানানো হয়েছে যে, করোনা ভাইরাস সংক্রমণের বিস্তার লাভের প্রেক্ষিতে জনগণকে সতর্ক থাকার পরামর্শ দেয়া হয়েছে। উদ্ভুত পরিস্থিতি মোকাবেলায় নিম্নবর্ণিত পদক্ষেপ গ্রহণ করা হয়েছেঃ

- উপজেলা, পৌরসভা ও ইউনিয়ন দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা কমিটির গঠন করে সক্রিয় থাকার জন্য নির্দেশ দেয়া হয়েছে এবং কমিটির একাধিক সভা অনুষ্ঠিত হয়েছে।

- উপজেলা ও ইউনিয়নের সকল মসজিদে নামাজের সময় মুসল্লিদের মাঝে বিদ্যমান পরিস্থিতি সম্মন্ধে ও সতর্কতার বিষয়ে অবগত করতে হবে। যেমন প্রয়োজন ছাড়া বাহিরে বের না হওয়া, প্রত্যেককে একে অপরের সাথে হাত ধরা বা কোলাকুলি না করা, সাবান দিয়ে হাত ধোয়া, দুরত্ব বজায় রেখে চলা ফেরা করা।
- কোন পরিবারের মধ্যে এ ধরণের করোনা ভাইরাস আক্রান্ত হলে সাথে সাথে উপজেলা ও জেলা স্বাস্থ্য কেন্দ্রে (হাসপাতাল) অথবা নির্ধারিত আইসোলেশনে ভর্তি করাতে হবে, যাতে আর কারো শরীরে বিস্তার লাভ না করে সে বিষয়ে সতর্ক ব্যবস্থা নেয়া হয়েছে।
- ফেনী জেলা সদর হাসপাতালে ৩০টি, ট্রমা সেন্টারে ৩০টি, মঞ্জলকান্দি হাসপাতালে ২০টি, সোনাগাজী ইউএইচসি তে ০৫টি, দাগনভূইয়া ইউএইচসি তে ৫টি ছাগলনাইয়া ইউএইচসি তে ৫টি, ফুলগাজী ইউএইচসিতে ৫টি সর্বমোট ১০৫টি আইসোলেশন বেড স্থাপন করা হয়েছে।
- ইউপি সদস্য সদস্যা ও চৌকিদারদের মাধ্যমে তাদের এলাকায় সার্বক্ষণিক খবরাখবর রাখার জন্য এলাকায় মাইকিং এর মাধ্যমে প্রচারের ব্যবস্থা করা হয়েছে।
- এলাকায় প্রবাসীদেরকে নজরদারীরতে রাখা হয়েছে এবং পরিস্থিতি অবনতির বিষয়ে উপজেলায় দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা কমিটিকে জানানোর জন্য বলা হয়েছে।
- শুকনা খাবার বা ত্রাণ সামগ্রীর প্রয়োজন হলে সাথে সাথে জেলা প্রশাসক, ফেনীকে অবহিত করার জন্য বলা হয়েছে।
- স্বাস্থ্য কেন্দ্রের এম্বুলেন্স এবং ফায়ার সার্ভিসকে সার্বক্ষণিক প্রস্তুত রাখার নির্দেশনা দেয়া হয়েছে।
- প্রিন্ট এবং ইলেক্ট্রনিক মিডিয়ার মাধ্যমে নোভেল করোনা ভাইরাস সংক্রান্ত স্বাস্থ্য সচেতনতামূলক প্রচার কার্যক্রম চলমান রয়েছে।
- প্রয়োজনে উপজেলা দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা কমিটির মাধ্যমে করোনা ভাইরাস থেকে মুক্তি লাভের জন্য স্বাস্থ্য সেবা সামগ্রী ক্রয় করে বিভিন্ন ইউনিয়নে বিনামুল্যে বিতরণ করার জন্য উপজেলা নির্বাহী অফিসারগণকে নির্দেশনা দেয়া হয়েছে। যেমন সাবান, মাক্স, হ্যান্ড ওয়াশ, শুকনা খাবার, স্যাভলন, ডেটল ইত্যাদি।
- জেলা শিক্ষা অফিসার, ফেনী জেলা প্রাথমিক শিক্ষা অফিসার, ফেনী এবং উপপরিচালক, ইসলামিক ফাউন্ডেশন, ফেনী এর মাধ্যমে শিক্ষা প্রতিষ্ঠান এবং ধর্মীয় প্রতিষ্ঠানে সচেতনতামূলক লিফলেট বিতরণ করা হয়েছে।
- নোভেল করোনা ভাইরাস প্রতিরোধে সাংবাদিকদের সাথে একাধিক প্রেস কনফারেন্স করা হয়েছে।

(থ) **শেরপুরঃ** জেলা প্রশাসকের কার্যালয় শেরপুর স্মারক নং-৫১.০১.৮৯০০.০১৯.৯৭.১৩৩.২০-৬৮; তারিখঃ ২৫/০৩/২০২০ খ্রিঃ মাধ্যমে জানিয়েছে যে, করোনা ভাইরাস প্রতিরোধে নিম্নবর্ণিত পদক্ষেপসমূহ গ্রহণ করা হয়েছেঃ

- করোনা ভাইরাস প্রতিরোধে প্রয়োজনীয় পদক্ষেপ গ্রহণ করার জন্য জেলা শহর, সকল উপজেলা, ইউনিয়ন এবং গ্রাম পর্যায়ে মাইকিং এর মাধ্যমে সতর্কতামূলক প্রচারনা চালানো হচ্ছে।
- শেরপুর জেলার ৫টি উপজেলায় মোট ১৫০ জনকে আইসোলেশনে রাখার ব্যবস্থা করা হয়েছে।
- শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের পাশাপাশি সকল কোচিং সেন্টার এবং ব্যাচে প্রাইভেট বন্ধ রাখার জন্য নির্দেশনা দেয়া হয়েছে।
- জেলার সকল পর্যটন এলাকা ৩১ এপ্রিল ২০২০ পর্যন্ত জনসাধারণরে জন্য বন্ধ করা হয়েছে।
- করোনাভাইরাস মোকাবিলায় জেলা প্রশাসন, শেরপুর কর্তৃক লিফলেট বিতরণ, মাইকিং, জেলা প্রশাসক শেরপুর এর ফেসবুক আইডি (DC Sherpur) ফেসবুক আইডি এবং ফেসবুক পেজ (জেলা প্রশাসন, শেরপুর) এর মাধ্যমে জেলা তথ্য বাতায়ন, বিভিন্ন সভায়, সকল শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে এবং মসজিদে সচেতনতামূলক প্রচারনা চালানো হচ্ছে।
- জেলা প্রশাসন ও উপজেলা কর্তৃক বারংবার সচেতনতামূলক সভা সভা করা হয়েছে এছাড়া প্রতিটি ইউনিয়ন পরিষদ, পৌরসভার সকল ওয়ার্ডেও জনসচেতনতামূলক মাইকিং করা হচ্ছে।
- জেলা, উপজেলা, ইউনিয়ন পর্যায়ে করোনা প্রতিরোধ কমিটি গঠন সম্পন্ন করা হয়েছে।
- জেলা পরিষদ, উপজেলা পরিষদসমূহ সকল পর্যায়ের জনপ্রতিনিধি রাজনৈতিক নেতৃবৃন্দ ও সুশীল সমাজের প্রতিনিধিদের সম্পৃক্ত করে হোম কোয়ারেনটাইন তদারকী, করোনা ভাইরাস সংক্রামন প্রতিরোধ কার্যক্রমে সম্পৃক্ত করা হয়েছে।
- বিদেশ প্রত্যাগতদের আব্যিকভাবে হোম কোয়ারেন্টাইনে থাকার ন্য নির্দেশনা প্রদান করা হয়েছে।
- হোম কোয়ারেন্টাইন নিশ্চিত কল্পে ওয়ার্ড পর্যায়ে তদারকি কমিটি গঠন করা হয়েছে।
- স্থানীয়ভাবে মাস্ক তৈরি করে বিতরণ করা হয়েছে।
- সকল ধর্মীয় উপাসনালয় (সমজিদ, মন্দির, চার্চে) উপস্থিতি সীমিত করার পদক্ষেপ নেয়া হয়েছে।

(দ) **পাবনা** জেলা প্রশাসকের কার্যালয় পাবনা স্মারক-৫১.০১.৭৬০০.০০২.৩৫.০০৬.১৯-১০৪; তারিখঃ ২৫/০৩/২০২০ খ্রিঃ মাধ্যমে জানিয়েছে যে, কোভিড-১৫ (করোনা ভাইরাস) এর কারণে জেলা/উপজেলা, ইউনিয়ন ও গ্রাম পর্যায়ে নিম্নবর্ণিত কার্যক্রম গ্রহণ করা হয়েছেঃ

- উপজেলা/পৌরসভা/ইউনিয়ন ও ওয়ার্ড পর্যায়ে করোনা ভাইরাস প্রতিরোধ কমিটি গঠন করার জন্য নির্দেশ প্রদান করা হয়েছে। জেলা/উপজেলায় দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা কমিটির সভা করে করোনা ভাইরাস সংক্রমণ মোকাবেলায় করণীয় সম্পর্কে বেশ কিছু গুরুত্বপূর্ণ সিদ্ধান্ত গ্রহণ করা হয়েছে। উপজেলা/পৌরসভা/ইউনিয়ন ও ওয়ার্ড গঠিত কমিটি করোনা ভাইরাস সম্পর্কিত সার্বিক বিষয়ে জেলা/উপজেলা কমিটিকে অবহিত করছে এর জন্য জেলা/উপজেলা পর্যায়ে কন্ট্রোল রুম খোলা হয়েছে যা সার্বক্ষনিক চালু রয়েছে।
- করোনা ভাইরাসের সংক্রমণ মোকাবেলায় বিদেশ হতে আগত প্রবাসীদরে ইউনিয়ন/পৌরসভা ভিত্তিক তালিকা প্রনয়ন করার জন্য? নির্দেশনা প্রদান করা হয়েছে এবং তাদেরকে নিজ নিজ বাড়িতে পৃথক কক্ষে কোয়ারেন্টাইনে থাকতে বাধ্য করা হচ্ছে।
- কোয়ারেন্টাইন ভঙ্গাকারীদের এবং করোনা ভাইরাসের অজুহাতে দ্রব্যমূল্য বৃদ্ধিকারীদের বিরুদ্ধে নিয়মিত মোবাইল কোর্ট পরিচালনা করা হচ্ছে।

- করোনা ভাইরাস সংক্রমণ মোকাবলায় গণসচেতনতা সৃষ্টির লক্ষ্যে সবধরণের সভা, সমাবেশ, অনুষ্ঠান, গণজমায়েত বন্ধ রাখার জন্য জন্য ব্যাপক প্রচার-প্রচারণাসহ কার্যকরী ব্যবস্থা গ্রহণ করা হয়েছে।
- করেনা ভাইরাস সংক্রমণ রোধকল্পে ঔষধের দোকান, খাবারের দোকান, মুদি দোকান ও নিত্যপণ্য সামগ্রীর দোকান ব্যতিত জনসমাগম বিশিষ্ট সকল দরনের দোকান/প্রতিষআনসহ পশুর হাট ও সাপ্তাহিক হাট-বাজার বন্ধ করে দেয়া হয়েছে।
- করোনা ভাইরাস পরিস্থিতি মোকাবেলায় কোয়ারেন্টাইন ব্যবস্থাপনাসহ দ্রব্যমূল্য নিয়ন্ত্রণে রাখঅর লক্ষ্যে মনিটরিং টিম গঠন করা হয়েছে এবং গঠিত টিম যথারীতি তৃণমূল পর্যায়ে কাজ করে যাচ্ছে।
- ছিন্নমূল ও তদ-দরিদ্র জনসাধারণের মাঝে বিতরণের জন্য জিআর চাল ও অর্থ বরাদ্দ পাওয়া গিয়েছে যা বিতরণের জন্য প্রস্তুকরণ কার্যক্রম প্রক্রিয়াধীন রয়েছে। করোনা ভাইরাসের ন্যায় মহামারী পরিস্থিত মোকাবেলায় অত্র জেলা/উপজেলার বিভিন্ন সরকারি/বে-সরকারি দপ্তরের কর্মকর্তা-কর্মচারী, আইন-শৃঙ্খলা রক্ষা বাহনীর সদস্যবৃন্দ, জনপ্রতিনিধি, সাংবাদিক, শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের শিক্ষক, বিভিন্ন রাজনৈতিক সংগঠনের নেতৃবৃন্দ, সুশীল সমাজের প্রতিনিধিসহ সমাজের সর্বস্তরের জনসাধারণের সম্পৃক্ততা/সহযোগতির মাধ্যমে প্রচেষ্টা চালিয়ে যাওয়া হচ্ছে।

(ধ) **নেত্রকোণাঃ** জেলা প্রশাসকের কার্যালয় নেত্রকোনা স্মারক নং-৫১.০১.৭২০০.০১৫.০৬.০০২.১৮-২০৪; তারিখঃ ২৫/০৩/২০২০ খ্রিঃ এর মাধ্যমে জানিয়েছে যে, করোনাজনিত দুর্যোগ মোকাবেলায় জেলা দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা কমিটির গত ২৩/০৩/২০২০ খ্রিঃ তারিখ অনুষ্ঠিত সভায় নিম্নবর্ণিত সিদ্ধান্ত গৃহণ করা হয়ঃ

- করোনা ভাইরাস সম্পর্কে সচেতনতা বৃদ্ধিতে বেশি বেশি প্রচার করতে হবে।
- করোনা ভাইরাস সম্পর্কে লিফলেট বিলি ও মাইকিং করতে হবে।
- ইসলামী ফাউন্ডেশন এর মাধ্যমে মজিদের মাইক দিয়ে মজিদরে ইমামগণকে করোনা ভাইরাস সম্পর্কে গণসচেতনতা বৃদ্ধি করতে হবে।
- ঔষধের দোকান, কাচা বাজার ও নিত্যপ্রয়োজনী খাদ্যদ্রব্যের দোকান যথানিয়মে চলবে। অন্যান্য ব্যবসা প্রতিষ্ঠান সকাল ৮.০০ টা থেকে সন্ধ্যা ৬.০০ পর্যন্ত খোলা থাকবে।
- অসাধু ব্যবসায়ীরা যাতে নিত্যপ্রয়োজনীয় জিনিসের সংকট তৈরিরি মাধ্যমে অবৈধভাবে লাভবান হতে না পারে সে কারে হাট বাজার মনিটরিং করতে হবে।
- স্বেচ্ছাসেবকদের মাধ্যমে সকল বাস স্ট্যান্ড, রেল স্ট্যাশন ও বিভিন্ন জনগুরুত্বপূর্ন জায়গায় হাত ধোয়ার ব্যবস্থা করা এবং জীবানুনাক স্প্রে দেওয়ার জন্য ওয়াকিং টিম গঠন করতে হবে।
- বিভিন্ন এনডিও কর্তৃক প্রদত্ত ঋণের অর্থ করোনা ভাইরাস পরিস্থিতি স্বাভাবিক না হওয়া পর্যন্ত ঋণের কিস্তি স্থগিত রাখতে হবে।
- স্বেচ্ছাসেবক সংগঠনগুলো জেলা প্রশাসকের কার্যালয়ের কন্ট্রোল রুমকে অবহিত করে কাজ করবেন।
- পরিস্থিতির সুযোগ নিয়ে কোনা প্রকার চাদাবাজি করা যাবে না।
- বিদেশ থেকে আগতদের তথ্য সংগ্রহ এবং হোম-কোয়ারেন্টাইন নিশ্চিত করনে সহায়তা করতে হবে।

(ণ) **বান্দরবনঃ** জেলা প্রশাসকের কার্যালয় নেত্রকোনা স্মারক নং-৫১.০১.০৩০০.০০০.৩৮.০০১.২০.১৫৭; তারিখঃ ২৪/০৩/২০২০ খ্রিঃ এর মাধ্যমে জানিয়েছে যে, কোভিড-১৯ (করোনা ভাইরাস) এর কারণে জেলা, উপজেলা, ইউনিয়ন ও গ্রাম পর্যায়ে নিম্নবর্ণিত সিদ্ধান্ত গ্রহণ করা হয়েছেঃ

- জেলা দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা কমিটির সভা করা হয়েছে।
- দুর্যোগ বিষয়ক স্থায়ী আদেশাবলী ২০১৯ মোতাবেক উপজেলা দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা কমিটি, পৌরসভা দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা কমিটি এবং ইউনিয়ন দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা কমিটিকে প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণের জন্য নির্দেশনা প্রদান করা হয়েছে।
- উপজেলা, পৌরসভা, ইউনিয়ন ও গ্রাম পর্যায়ে জনসাধারণকে সচেতন করার লক্ষ্যে মাইকিং করা হচ্ছে।
- জেলা/উপজেলা যেকোন এলাকায় বিদেশ থেকে আগত কোন লোক আসার খবর পাওয়া গেলে তৎক্ষনাৎ জেলা প্রশাসক, পুলিশ সুপার, সিভিল সার্জন, সংশ্লিষ্ট উপজেলা পরিষদ চেয়ারম্যান অথবা উপজেলা নির্বাহী অফিসারকে জানানোর জন্য সাধারণ জনগণকে উদ্বুদ্ধ ও আহবান জানানা হয়েছে।
- সিভিল সার্জন কার্যালয় ও জেলা প্রশাসকের কার্যালয়ে কন্ট্রোল রুম খোলা হয়েছে (০৩৬১-৬২৫২৪ সিভিল সার্জনের কার্যালয় এবং ০৩৬১ ৬২৫৮৩, ০১৩০৯-৭৪৪৯২৩ জেলা প্রশাসকের কার্যালয়)
- মডেকেল টীম গঠন করা হয়েছে।
- জেলা মনিটরিং টীম গঠন করা হয়েছে।
- ইতোমধ্যে করোনা ভাইরাস প্রতিরোধে করণীয় এবং সচেতনতা বৃদ্ধির লক্ষ্যে এ জেলায় ৫০,০০০ লিফলেট বিতরণ করা হয়েছে।
- বিদেশ প্রত্যাগত নাগিরিকদেরকে হোম এবং প্রাতিষ্ঠানিক কোয়ারেন্টাইন নিশ্চিত করে তা কঠোর মনিটরিং করা হচ্ছে।

৩। দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা ও ত্রাণ মন্ত্রণায় কর্তৃক গৃহীত কার্যক্রমঃ

(ক) COVID-19 এর হালনাগাদ সংগৃহীত তথ্যের ভিত্তিতে দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা ও ত্রাণ মন্ত্রণালয়ের মাধ্যমে দুর্যোগ সংক্রান্ত দৈনিক প্রতিবেদন প্রকাশ এবং বিতরণ কার্যক্রম চলমান রয়েছে। পাশাপাশি কোভিড-১৯ (করোনা ভাইরাস) সংক্রান্ত বিশেষ প্রতিবেদন ১৮/০৩/২০২০ তারিখ হতে প্রতিদিন ২ (দুই) বার এবং দুর্যোগ সংক্রান্ত দৈনিক প্রতিবেদনে ০১(এক) বার প্রধানমন্ত্রীর কার্যালয়সহ সংশ্লিষ্ট মন্ত্রণালয়, অধিদপ্তর, পরিদপ্তর, বেসরকারি সংস্থাসমূহে হালনাগাদ তথ্যাদিসহ প্রেরণ করা হচ্ছে।

(খ) নভোল করোনা ভাইরাস (কোভিড-১৯) পরিস্থিতির প্রেক্ষিতে গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার কর্তৃত ঘোষিত ছুট কালীন সময়ে দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা ও ত্রাণ মন্ত্রণালয়ের জরুরী দাপ্তরিক কার্যাদি সম্পাদনের জন্য এ মন্ত্রণালয়ের স্মারক নং- ৫১.০০.০০০০.২১১.১৮.০০২.১৮.২৫৬; তারিখ: ২৩/০৩/২০২০ খ্রিঃ এর মাধ্যমে একটি অফিস আদেশ জারী করা হয়েছে। ২৬/০৩/২০২০ খ্রিঃ তারিখ হতে ০৪/০৪/২০২০ খ্রিঃ তারিখ পর্যন্ত প্রতিদিন মন্ত্রণালয়ের জরুরী কার্যাবলী সম্পাদনের জন্য ১০ জন অতিরিক্ত সচিবের নেতৃত্বে নির্ধারিত কর্মকর্তা/কর্মচারীরা দায়িত্ব পালন করছে। এনডিআরসিসি'র কার্যক্রম যথারিতী অব্যাহত রয়েছে।

(গ) গত ২৫/০৩/২০২০ খ্রিঃ তারিখ বিকাল ৪.০ টায় দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা ও ত্রাণ মন্ত্রণালয়ের মাননীয় প্রতিমন্ত্রী ডা. মোঃ এনামুর রহমান, এমপি'র সভাপতিত্বে জাতীয় দুর্যোগ সাড়াদান সমন্বয় গ্রুপের একটি সভা এ মন্ত্রণালয়ের সভাকক্ষে অনুষ্ঠিত হয়েছে। দুর্যোগ বিষয়ক স্থায়ী আদেশাবলী (SOD) এর ৩য় অধ্যায়ের অনুচ্ছেদ ৩.১.৭-এ বর্ণিত ১৭ সদস্য বিশিষ্ট জাতীয় দুর্যোগ সাড়াদান গ্রুপের দায়িত্ব ও কার্যাবলীর ১৮ নম্বর ক্রমিকে আন্তঃদেশীয় জুনোটিক রোগ যেমন: বার্ড-ফ্লু, সোয়াইন ফ্লু, ডেঙ্গু, চিকুনগুনিয়া, সার্স, ইবোলা ইত্যাদিকে দুর্যোগ ঝুকিঁ ব্যবস্থাপনার আওতায় আনায়নের জন্য প্রয়োজনীয় কার্যক্রম গ্রহণের জন্য এ সভা অনুষ্ঠানের নির্দেশনা রয়েছে। এ আলোকে বিশ্বব্যাপী কভিড-১৯ বিস্তার লাভ করায় এবং একে বিশ্ব মহামারী ঘোষণা করায় এ সভা আহ্বান করা হয়। সভায় এ মন্ত্রণালয়ের সিনিয়র সচিব, স্থানীয় সরকার বিভাগের সচিব, পানিসম্পদ মন্ত্রণালয়ের সচিব, নৌ-পরিবহন মন্ত্রণালয়ের সচিব, আইএমইডি'র সচিবসহ অন্যান্য উর্ধ্বতন কর্মকর্তাবৃন্দ উপস্থিত ছিলেন। সভায় বিস্তারিত আলোচনা শেষে নিম্নোক্ত সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়ঃ

১। প্রতিটি জেলায় ডেডিকেটেড হসপিটালসহ প্রয়োজনীয় বিশেষজ্ঞ, ডাক্তার, নার্স, ড্রাইভার, এ্যম্বুলেন্স, ব্যক্তিগত নিরাপত্তা সরঞ্জাম (পিপিই) ব্যবস্থা রাখতে হবে।

২। মানবিক সহয়তা বিতরণের ক্ষেত্রে আইন শৃংখলা রক্ষার্থে পূর্বহ্নে পুলিশ বিভাগকে অবহিত করতে হবে।

৩। করোনা ভাইরাস মোকাবিলায় সম্পদ, সেবা জরুরী আশ্রয়কেন্দ্র হিসেবে চিহ্নিত ভবন, যানবহন বা অন্যান্য সুবিধা হুকুম দখল বা রিকুজিশনের জন্য প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণ করে রাখতে হবে।

৪। করোনা ভাইরাস যেহেতু সংক্রামক ব্যধি সেহেতু ধ্বংসাবশেষ, বর্জ্য অপসারণ, মৃতদেহ ব্যবস্থাপনা, মানবিক সহায়তা ব্যবস্থাপনা, স্বাস্থ্য এবং আশ্রয়কেন্দ্র প্রত্যেকটি ক্ষেত্রে স্বাস্থ্য মন্ত্রণালয়ের গাইডলাইন অনুযায়ী প্রয়োজনীয় পদক্ষেপ গ্রহণ করতে হবে।

৫। জনসচেতনতা বৃদ্ধির লক্ষ্যে নিম্নোক্ত সংবাদটি ব্যপক প্রচারের ব্যবস্থা গ্রহণ করতে হবে।

ব্রেকিং নিউজ
ক) মাননীয় প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার নির্দেশ অনুযায়ী স্থানীয় জনপ্রতিনিধি ও স্থানীয় প্রশাসন আপনার পাশে আছেন, প্রয়োজনীয় খাদ্য সহায়তার জন্য যোগাযোগ করুন। খ) সামাজিক দূরত্ব বজায় রাখুন। গ) অতি প্রয়োজন ব্যতিত ঘরের বাহিরে যাওয়া থেকে বিরত থাকুন। ঘ) স্বাস্থ্য বিধি মেনে চলুন। প্রচারেঃ দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা ও ত্রাণ মন্ত্রণালয়।

(ঘ) দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা ও ত্রাণ মন্ত্রণালয়ের করোনা ভাইরাস বিস্তার প্রতিরোধ ইতোমধ্যে নিম্নোক্ত কার্যক্রম গ্রহণ করেছেঃ

১। চীন হতে প্রত্যাগত ০১/০২/২০২০ হতে ১৬/০২/২০২০খ্রিঃ তারিখ পর্যন্ত কোয়ারেন্টাইনে রাখা ৩১২ জনের মধ্যে খাবার, বিছানাপত্রসহ প্রয়োজনীয় ব্যবহার্য সামগ্রী সরবরাহ করা হয়েছে । একই পদ্ধতিতে ১৪/০৩/২০২০ ও ১৫/০৩/২০২০ খ্রিঃ তারিখে ইতালি থেকে প্রত্যাগত প্রবাসী নাগরিকদের যথাক্রমে ১৫০, ১৭০ ও ২৪৮ জনের মধ্যে খাবার সরবরাহসহ অন্যান্য ব্যবহার্য লজিস্টিক সার্পোট প্রদান করা হয়েছে।

২। স্বাস্থ্য মন্ত্রণালয় কর্তৃক গঠিত জাতীয় কমিটিতে গৃহিত সিদ্ধান্তসমূহ বাস্তবায়ন করা হচ্ছে।

৩। রোহিঙ্গা ও জেনেভো ক্যাম্প এবং বস্তিসমূহে হ্যান্ড স্যানিটাইজার বিতরণসহ করোনা ভাইরাস সম্পর্কে সচেতন করা হচ্ছে।

৪। দুর্যোগ ব্যবস্থাপনায় নিয়োজিত সিপিপি, আরবান ভলান্টিয়ার, বাংলাদেশ স্কাউটসহ অন্যান্য ভলান্টিয়ারদেরকে সচেতনমূলক কাজে নিজস্ব স্বাস্থ্যবিধি মেনে সতর্কতার সাথে অংশগ্রহণের জন্য অনুরোধ করা হয়েছে।

৫। দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা ও ত্রাণ মন্ত্রণালয় এবং দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা অধিদপ্তরের কন্ট্রোল রুম ২৪ × ৭ খোলা রাখা এবং মাঠ পর্যায় থেকে প্রাপ্ত তথ্যাদি অনুযায়ি প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণ করা হচ্ছে।

৬। এনডিআরসিসি থেকে প্রতি ৪ ঘন্টা পর পর করোনা ভাইসার সম্পর্কিত প্রতিবেদন প্রকাশ করাসহ সংশ্লিষ্টদের অবহিত করা হচ্ছে।

৭। সচেতনতা বৃদ্ধির লক্ষ্যে স্বেচ্ছাসেবকদের মাধ্যমে জনগণের মধ্যে লিফলেট বিতরণ করা হচ্ছে।

৮। ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের ফার্মেসী বিভাগ ও বাংলাদেশ প্রকৌশল বিশ্ববিদ্যালয়কে হ্যান্ড স্যানিটাইজার প্রস্তুতে সহায়তা করা হচ্ছে।

৯। দেশের সার্বিক পরিস্থিতি পর্যবেক্ষণে মন্ত্রণালয় কর্তৃক কমিটি গঠন ও কার্যক্রম চলমান রয়েছে।

১০। চাহিদা অনুযায়ী প্রয়োজনীয় মুহূর্তে মানবিক সহায়তা কার্যক্রম পরিচালনার জন্য প্রস্তুতি রয়েছে।

১১। ৩১/০১/২০২০ খ্রিঃ তারিখ হতে আশকোনা স্থায়ী হাজী ক্যাম্পে অবস্থানকালীন খাবার সরবরাহ ও তদারকি করার কাজে সহায়তা করার জন্য দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা ও ত্রাণ মন্ত্রণালয় এবং দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা অধিদপ্তরের কার্মকর্তা/ কর্মচারীগণ নিজস্ব দাপ্তরিক দায়িত্বের অতিরিক্ত এ দায়িত্ব পালন করছেন।

১২। দেশের বিভিন্ন বিভাগ , জেলা, উপজেলা, ইউনিয়ন ও ওয়ার্ড পর্যন্ত সচেতনা বৃদ্ধির জন্য সংশ্লিষ্ট দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা কমিটিকে অনুরোধ করা হয়েছে।

১৩। স্বেচ্ছাসেবকদের নিরাপত্তার বিষয়টি বিবেচনায় রেখে পিপিই (personal protection equipment) সংগ্রহ করা হচ্ছে।

১৪। করোনা ভাইরাস পরিস্থিতি মোকাবিলার জন্য ৬৪টি জেলায় এ পর্যন্ত ৭ কোটি ৫৮ লক্ষ ৭২ হাজার ২৬৪ টাকা জিআর (ক্যাশ) নগদ এবং ২৪ হাজার ৭শত ১৭ মেঃটন জিআর চাল জেলা প্রশাসকের অনুকূলে বরাদ্দ প্রদান করা হয়েছে।

(ঙ) করোনা ভাইরাস মোকাবিলার জন্য বরাদ্দকৃত মানবিক সহায়তার বিবরণ (২৪/০৩/২০২০ খ্রিঃ তারিখ):

ক্রঃনং	জেলার নাম	২৪-০৩-২০২০ খ্রিঃ তারিখে ত্রাণ কার্য (চাল) মজুদ (মেঃটন)	২৪-০৩-২০২০ খ্রিঃ তারিখে করোনা ভাইরাসে বিশেষ বরাদ্দ ত্রাণ কার্য (চাল) (মেঃ টন)	২৪-০৩-২০২০ খ্রিঃ তারিখে ত্রাণ কার্য (নগদ) মজুদ (টাকা)	২৪-০৩-২০২০ খ্রিঃ তারিখে করোনা ভাইরাসে বিশেষ বরাদ্দ ত্রাণ কার্য (নগদ) (টাকা)
১	ঢাকা (মহানগরীসহ)	৩০৩	২০০ (দুইশত)	৯৯৫০০	২০,০০,০০০/- (বিশ লক্ষ)
২	গাজীপুর (মহানগরীসহ)	১১৪	১০০ (একশত)	৫৬২০০০	১০,০০,০০০/- (দশ লক্ষ)
৩	ময়মনসিংহ (মহানগরীসহ)	২৫৬	১০০ (একশত)	১৯২৫০০	১০,০০,০০০/- (দশ লক্ষ)
৪	ফরিদপুর	২০৭	১০০ (একশত)	২৫৪০০০	১০,০০,০০০/- (দশ লক্ষ)
৫	কিশোরগঞ্জ	৪৪৪	১০০ (একশত)	৫০০০০০	১০,০০,০০০/- (দশ লক্ষ)
৬	নেত্রকোনা	৫৮৫	১০০ (একশত)	৩০১০০০	১০,০০,০০০/- (দশ লক্ষ)
৭	টাংগাইল	২৪৪	১০০ (একশত)	২৫০০০০	১০,০০,০০০/- (দশ লক্ষ)
৮	নরসিংদী	১২০	১০০ (একশত)	২০৫০০০	৭,০০,০০০/- (সাত লক্ষ)
৯	মানিকগঞ্জ	২৪৭	১০০ (একশত)	১৭৭০০০	৭,০০,০০০/- (সাত লক্ষ)
১০	মুন্সিগঞ্জ	২৩৫	১০০ (একশত)	২৫৫০০০	৭,০০,০০০/- (সাত লক্ষ)
১১	নারায়নগঞ্জ (মহানগরীসহ)	২৩৫	১০০ (একশত)	২৫৫০০০	১০,০০,০০০/- (দশ লক্ষ)
১২	গোপালগঞ্জ	৩১২	১০০ (একশত)	৭৭৪০০০	৭,০০,০০০/- (সাত লক্ষ)
১৩	জামালপুর	২৪৪	১০০ (একশত)	৩৬০০০০	৭,০০,০০০/- (সাত লক্ষ)
১৪	শরীয়তপুর	১৯৮	১০০ (একশত)	২৮৫০০০	৭,০০,০০০/- (সাত লক্ষ)
১৫	রাজবাড়ী	২০৭	১০০ (একশত)	৩৪৫০০০	৭,০০,০০০/- (সাত লক্ষ)
১৬	শেরপুর	২২৪	১০০ (একশত)	৪৩০০০০	৭,০০,০০০/- (সাত লক্ষ)
১৭	মাদারীপুর	২৪০	১০০ (একশত)	৩০০০০০	৫,০০,০০০/- (পাঁচ লক্ষ)
১৮	চট্রগ্রাম (মহানগরীসহ)	৫৩২	১০০ (একশত)	৬৫০০০০	১৫,০০,০০০/- (পনের লক্ষ)
১৯	কক্সবাজার	১৯৫	১০০ (একশত)	১৫২৫০০	১০,০০,০০০/- (দশ লক্ষ)
২০	রাংগামাটি	৫১৩	১০০ (একশত)	২৭০০০০	১০,০০,০০০/- (দশ লক্ষ)
২১	খাগড়াছড়ি	২১৫	১০০ (একশত)	৩০৫০০০	১০,০০,০০০/- (দশ লক্ষ)
২২	কুমিল্লা (মহানগরীসহ)	২১৩	১০০ (একশত)	৪৫৫০০০	১০,০০,০০০/- (দশ লক্ষ)
২৩	ব্রাক্ষ্মণবাড়িয়া	৩০০	১০০ (একশত)	৩০০০০০	১০,০০,০০০/- (দশ লক্ষ)
২৪	চাঁদপুর	২৩৪	১০০ (একশত)	২১০০০০	১০,০০,০০০/- (দশ লক্ষ)
২৫	নোয়াখালী	২২৬	১০০ (একশত)	৩০০০০০	১০,০০,০০০/- (দশ লক্ষ)
২৬	ফেনী	৬৪৮	১০০ (একশত)	১৩৯৮২৬৪	৭,০০,০০০/- (সাত লক্ষ)
২৭	লক্ষ্মীপুর	৫০০	১০০ (একশত)	৭১৫০০০	৭,০০,০০০/- (সাত লক্ষ)
২৮	বান্দরবান	২৫২	১০০ (একশত)	৪৪০০০০	৭,০০,০০০/- (সাত লক্ষ)
২৯	রাজশাহী (মহানগরীসহ)	৩৯৮	১০০ (একশত)	৩৩৭৫০০	১০,০০,০০০/- (দশ লক্ষ)

৩০	নওগাঁ	১৯২	১০০ (একশত)	২৫৫০০০	১০,০০,০০০/- (দশ লক্ষ)
৩১	পাবনা	১৮০	১০০ (একশত)	৩১০০০০	১০,০০,০০০/- (দশ লক্ষ)
৩২	সিরাজগঞ্জ	৩৫৩	১০০ (একশত)	১০০০০	১০,০০,০০০/- (দশ লক্ষ)
৩৩	বগুড়া	৩১৮	১০০ (একশত)	৮৩০০০০	১০,০০,০০০/- (দশ লক্ষ)
৩৪	নাটোর	১৫৫	১০০ (একশত)	২১৫০০০	৭,০০,০০০/- (সাত লক্ষ)
৩৫	চাঁপাইনবাবগঞ্জ	১৪৮	১০০ (একশত)	৫০৫০০০	৭,০০,০০০/- (সাত লক্ষ)
৩৬	জয়পুরহাট	১৯৬	১০০ (একশত)	২০০০০০	৭,০০,০০০/- (সাত লক্ষ)
৩৭	রংপুর (মহানগরীসহ)	৪৮৫	১০০ (একশত)	১৯৬৫০০	১০,০০,০০০/- (দশ লক্ষ)
৩৮	দিনাজপুর	২২৬	১০০ (একশত)	৩৯৪০০০	১০,০০,০০০/- (দশ লক্ষ)
৩৯	কুড়িগ্রাম	২৫৮	১০০ (একশত)	২৪০০০০	১০,০০,০০০/- (দশ লক্ষ)
৪০	ঠাকুরগাঁও	২৪৮	১০০ (একশত)	২৮৯০০০	৭,০০,০০০/- (সাত লক্ষ)
৪১	পঞ্চগড়	৩৭১	১০০ (একশত)	২৪৫০০০	৭,০০,০০০/- (সাত লক্ষ)
৪২	নীলফামারী	২৮১	১০০ (একশত)	২০৬০০০	৭,০০,০০০/- (সাত লক্ষ)
৪৩	গাইবান্ধা	২০৯	১০০ (একশত)	৩৩৫০০০	৭,০০,০০০/- (সাত লক্ষ)
৪৪	লালমনিরহাট	২১২	১০০ (একশত)	২১২৫০০	৭,০০,০০০/- (সাত লক্ষ)
৪৫	খুলনা (মহানগরীসহ)	৪৪০	১০০ (একশত)	১৫৭০০০	১০,০০,০০০/- (দশ লক্ষ)
৪৬	বাগেরহাট	৫৯৩	১০০ (একশত)	৩৫০০০০	১০,০০,০০০/- (দশ লক্ষ)
৪৭	যশোর	২৪৪	১০০ (একশত)	২২৭০০০	১০,০০,০০০/- (দশ লক্ষ)
৪৮	কুষ্টিয়া	১২০	১০০ (একশত)	২০০০০০	১০,০০,০০০/- (দশ লক্ষ)
৪৯	সাতক্ষীরা	২০০	১০০ (একশত)	২৫০০০০	৭,০০,০০০/- (সাত লক্ষ)
৫০	ঝিনাইদহ	২২৮	১০০ (একশত)	২১৬০০০	৭,০০,০০০/- (সাত লক্ষ)
৫১	মাগুরা	১১০	১০০ (একশত)	৩৫৪৫০০	৫,০০,০০০/- (পাঁচ লক্ষ)
৫২	নড়াইল	১৮৬	১০০ (একশত)	৩৪৬৫০০	৫,০০,০০০/- (পাঁচ লক্ষ)
৫৩	মেহেরপুর	৩১৬	১০০ (একশত)	২৭৫০০০	৫,০০,০০০/- (পাঁচ লক্ষ)
৫৪	চুয়াডাংগা	২৫৮	১০০ (একশত)	২৪৯৫০০	৫,০০,০০০/- (পাঁচ লক্ষ)
৫৫	বরিশাল (মহানগরীসহ)	১৯৫	১০০ (একশত)	১৫৬০০০	১০,০০,০০০/- (দশ লক্ষ)
৫৬	পটুয়াখালী	২০৬	১০০ (একশত)	৩০০০০০	১০,০০,০০০/- (দশ লক্ষ)
৫৭	পিরোজপুর	২৮৯	১০০ (একশত)	৬৭৪০০০	৭,০০,০০০/- (সাত লক্ষ)
৫৮	ভোলা	২৭৭	১০০ (একশত)	২৫০০০	৭,০০,০০০/- (সাত লক্ষ)
৫৯	বরগুনা	২০৮	১০০ (একশত)	৩৫০০০০	৭,০০,০০০/- (সাত লক্ষ)
৬০	ঝালকাঠি	২০৮	১০০ (একশত)	১৯১৫০০	৫,০০,০০০/- (পাঁচ লক্ষ)
৬১	সিলেট (মহানগরীসহ)	৩২১	১০০ (একশত)	২৬০০০০	১০,০০,০০০/- (দশ লক্ষ)
৬২	হবিগঞ্জ	৪৭৫	১০০ (একশত)	২২৪০০০	১০,০০,০০০/- (দশ লক্ষ)
৬৩	সুনামগঞ্জ	২৯৫	১০০ (একশত)	২১০০০০	১০,০০,০০০/- (দশ লক্ষ)
৬৪	মৌলভীবাজার	৫৭৫	১০০ (একশত)	৩৩৫০০০	৭,০০,০০০/- (সাত লক্ষ)
	মোট=	১৮২১৭	৬,৫০০ (ছয় হাজার পাঁচশত) মেঃ টন	২০৮৭২২৬৪	৫,৫০,০০,০০০/- (পাঁচ কোটি পঞ্চাশ লক্ষ) টাকা

(সূত্রঃ ত্রাণ কর্মসূচী-১ শাখার স্মারক নং-৫১.০০.০০০০.৪২১.১৪.০০৯.১৮.১৫৫; তারিখঃ ২৪-০৩-২০২০ খ্রি.)

(চ) বিভিন্ন প্রাকৃতিক দুর্যোগসহ করোনা ভাইরাস মোকাবিলার জন্য বরাদ্দকৃত মানবিক সহায়তার বিবরণ (২৩/০৩/২০২০ খ্রিঃ তারিখ):

ক্রঃ নং	জেলার নাম	ত্রাণ কার্য (চাল) বরাদ্দের পরিমান (মেঃ টন)	ত্রাণ কার্য (নগদ)বরাদ্দের পরিমান (মেঃ টন)	বরাদ্দের তারিখ
০১	গাজীপুর	১০০ (একশত)	০	২৩/০৩/২০২০
০২	জামালপুর	৫০ (পঞ্চাশ)	০	২৩/০৩/২০২০
০৩	শরীয়তপুর	৫০ (পঞ্চাশ)	০	২৩/০৩/২০২০
০৪	মাদারীপুর	১০০ (একশত)	২,০০,০০০/- ((দুই লক্ষ)	২৩/০৩/২০২০
০৫	চাঁদপুর	৫০ (পঞ্চাশ)	৫০,০০০/- (পঞ্চাশ হাজার)	২৩/০৩/২০২০
০৬	জয়পুরহাট	৫০ (পঞ্চাশ)	০	২৩/০৩/২০২০
০৭	দিনাজপুর	৫০ (পঞ্চাশ)	০	২৩/০৩/২০২০
০৮	লালমনিরহাট	৫০ (পঞ্চাশ)	০	২৩/০৩/২০২০
০৯	যশোর	৫০ (পঞ্চাশ)	০	২৩/০৩/২০২০
১০	সাতক্ষীরা	১০০ (একশত)	০	২৩/০৩/২০২০
১১	ঝিনাইদহ	৮০ (আশি)	০	২৩/০৩/২০২০
১২	মেহেরপুর	১০০ (একশত)	০	২৩/০৩/২০২০
১৩	চুয়াডাঙ্গা	৮০ (আশি)	০	২৩/০৩/২০২০
১৪	পটুয়াখালী	৬০ (ষাট)	০	২৩/০৩/২০২০
১৫	বরগুনা	৬০ (ষাট)	০	২৩/০৩/২০২০
১৬	ঝালকাঠি	১০০ (একশত)	০	২৩/০৩/২০২০
		১,১৩০ (এক হাজার একশত ত্রিশ) মেঃ টন	২,৫০,০০০/- (দুই লক্ষ পঞ্চাশ হাজার) টাকা	

(সূত্র: ত্রাণ কর্মসূচী-১ শাখার ২৩/০৩/২০২০ খ্রিঃ তারিখের স্মারক নং-৫১.০০.০০০০.৪২১.১৪.০০৯.১৮.১৪৯)

স্বাক্ষরিত/- ২৭.০৩.২০২০খ্রি:
(কাজী তাসমীন আরা আজমিরী)
উপসচিব (এনডিআরসিসি)
ফোন: ৯৫৪৫১১৫, ৯৫৪০৪৫৪
Email: ndrcc.dmrd@gmail.com

নং ৫১.০০.০০০০.৪২৩.৪০.০০১.২০২০.১৮৪/১(৬০৫) তারিখঃ ২৭/০৩/২০২০খ্রিঃ

সদয় অবগতি/ প্রয়োজনীয় কার্যার্থেঃ (জ্যেষ্ঠতা /পদ মর্যাদার ক্রমানুসারে নয়)

০১। মন্ত্রিপরিষদ সচিব , মন্ত্রিপরিষদ বিভাগ, বাংলাদেশ সচিবালয়, ঢাকা।
০২। মুখ্য সচিব , প্রধানমন্ত্রীর কার্যালয়, তেজগাঁও, ঢাকা।
০৩। সিনিয়র সচিব, পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয়।
০৪। সিনিয়র সচিব, শিক্ষা মন্ত্রণালয়, বাংলাদেশ সচিবালয়, ঢাকা।
০৫। সিনিয়র সচিব , দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা ও ত্রাণ মন্ত্রণালয়, বাংলাদেশ সচিবালয়, ঢাকা।
০৬। সিনিয়র সচিব, সমাজকল্যাণ মন্ত্রণালয়, বাংলাদেশ সচিবালয় ঢাকা।
০৭। সিনিয়র সচিব, বিদ্যুৎ বিভাগ, বিদ্যুৎ জ্বালানী ও খনিজ সম্পদ মন্ত্রণালয়, বাংলাদেশ সচিবালয়, ঢাকা।
০৮। সিনিয়র সচিব, রেলপথ মন্ত্রণালয়, ঢাকা।
০৯। সিনিয়র সচিব, স্থানীয় সরকার বিভাগ, স্থানীয় সরকার, পল্লী উন্নয়ন ও সমবায় মন্ত্রণালয়, বাংলাদেশ সচিবালয়, ঢাকা।
১০। সিনিয়র সচিব, নৌপরিবহন মন্ত্রণালয়, বাংলাদেশ সচিবালয়, ঢাকা।
১১। প্রিন্সিপাল ষ্টাফ অফিসার , সশস্ত্র বাহিনী বিভাগ, প্রধানমন্ত্রীর কার্যালয়, তেজগাঁও, ঢাকা।
১২। সচিব, গৃহায়ন ও গণপূর্ত মন্ত্রণালয়, বাংলাদেশ সচিবালয়, ঢাকা।
১৩। সচিব, তথ্য মন্ত্রণালয়, বাংলাদেশ সচিবালয়, ঢাকা।
১৪। সচিব, জননিরাপত্তা বিভাগ, স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালয়, বাংলাদেশ সচিবালয়, ঢাকা।
১৫। সচিব, সড়ক পরিবহন ও মহাসড়ক বিভাগ, সড়ক পরিবহন ও সেতু মন্ত্রণালয়, বাংলাদেশ সচিবালয়, ঢাকা।
১৬। সচিব, প্রতিরক্ষা মন্ত্রণালয়, ঢাকা।
১৭। সচিব, মৎস ও প্রাণিসম্পদ মন্ত্রণালয়, বাংলাদেশ সচিবালয়,ঢাকা।
১৮। সচিব, প্রধানমন্ত্রীর কার্যালয়, তেজগাঁও, ঢাকা।
১৯। সচিব, সুরক্ষা সেবা বিভাগ, স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালয়, বাংলাদেশ সচিবালয়, ঢাকা।

২০। সচিব স্বাস্থ্য সেব বিভাগ, স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণ মন্ত্রণালয়, বাংলাদেশ সচিবালয়, ঢাকা।
২১। সচিব স্বাস্থ্য শিক্ষা ও পরিবার কল্যাণ বিভাগ, স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণ মন্ত্রণালয়, বাংলাদেশ সচিবালয়, ঢাকা।
২২। সচিব, কৃষি মন্ত্রণালয়, বাংলাদেশ সচিবালয়, ঢাকা।
২৩। সচিব, খাদ্য মন্ত্রণালয়, বাংলাদেশ সচিবালয়, ঢাকা।
২৪। সচিব, পানি সম্পদ মন্ত্রণালয়, বাংলাদেশ সচিবালয়, ঢাকা।
২৫। সচিব, পরিবেশ , বন ও জলবায়ু পরিবর্তন মন্ত্রণালয়, বাংলাদেশ সচিবালয়, ঢাকা।
২৬। সচিব, প্রাথমিক ও গণ শিক্ষা মন্ত্রণালয়, বাংলাদেশ সচিবালয়, ঢাকা।
২৭। সচিব, বেসামরিক বিমান পরিবহন ও পর্যটন মন্ত্রণালয়, বাংলাদেশ সচিবালয়, ঢাকা।
২৮। সচিব, ভূমি মন্ত্রণালয়, বাংলাদেশ সচিবালয়, ঢাকা।
২৯। সচিব, মহিলা ও শিশু বিষয়ক মন্ত্রণালয়, বাংলাদেশ সচিবালয়, ঢাকা।
৩০। সচিব, অর্থ বিভাগ, অর্থ মন্ত্রণালয়, বাংলাদেশ সচিবালয়, ঢাকা।
৩১। সচিব, ডাক ও টেলিযোগাযোগ বিভাগ, ডাক, টেলিযোগাযোগ ও তথ্যপ্রযুক্তি মন্ত্রণালয়, বাংলাদেশ সচিবালয়, ঢাকা।
৩২। সচিব, সেতু বিভাগ, সড়ক পরিবহন ও সেতু মন্ত্রণালয়।
৩৩। সদস্য, আর্থ-সামাজিক অবকাঠামো বিভাগ, পরিকল্পনা কমিশন, পরিকল্পনা মন্ত্রণালয়, আগারগাঁও, ঢাকা।
৩৪। প্রধান তথ্য কর্মকর্তা , পিআইডি, বাংলাদেশ সচিবালয়, ঢাকা (ইলেকট্রোনিক ও প্রিন্ট মিডিয়াতে প্রচারের জন্য অনুরোধ করা হলো)।
৩৫। মহাপরিচালক (অতিরিক্ত সচিব), দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা অধিদপ্তর, ৯২-৯৩, মহাখালী, বা/এ , ঢাকা।
৩৬। মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর একান্ত সচিব -১, প্রধানমন্ত্রীর কার্যালয়, তেজগাঁও, ঢাকা।
৩৭। সচিব, তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তি বিভাগ, ডাক, টেলিযোগাযোগ ও তথ্যপ্রযুক্তি মন্ত্রণালয়, বাংলাদেশ সচিবালয়, ঢাকা।
৩৮। অতিরিক্ত সচিব(সকল), দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা ও ত্রাণ মন্ত্রণালয়।
৩৯। মহাপরিচালক-১, প্রধানমন্ত্রীর কার্যালয়, তেজগাঁও, ঢাকা।
৪০। মহাপরিচালক (প্রশাসন), প্রধানমন্ত্রীর কার্যালয়, তেজগাঁও, ঢাকা।
৪১। মহাপরিচালক, ফায়ার সার্ভিস ও সিভিল ডিফেন্স, কাজী আলাউদ্দিন রোড, ঢাকা।
৪২। যুগ্মসচিব (সকল), দুর্যোগ ব্যবস্থাপনাও ত্রাণমন্ত্রণালয়।
৪৩। পরিচালক (প্রশাসন), প্রধানমন্ত্রীর কার্যালয়, তেজগাঁও, ঢাকা।
৪৪। পরিচালক -৪, প্রধানমন্ত্রীর কার্যালয়, তেজগাঁও, ঢাকা।
৪৫। পরিচালক (ত্রাণ), দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা অধিদপ্তর, ৯২-৯৩, বা/এ,মহাখালী, ঢাকা।
৪৬। পরিচালক (প্রশাসন), ঘূর্ণিঝড় প্রস্তুতি কর্মসূচি (সিপিপি), ৬৮৪-৬৮৬, বড় মগবাজার, ঢাকা।
৪৭। মাননীয় প্রতিমন্ত্রীর একান্ত সচিব, দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা ও ত্রাণ মন্ত্রণালয়, বাংলাদেশ সচিবালয়, ঢাকা।
৪৮। জেলা প্রশাসক, ...(সকল)
৪৯। উপসচিব (সকল), দুর্যোগ ব্যবস্থাপনাও ত্রাণ মন্ত্রণালয়।
৫০। মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর প্রটোকল অফিসার-১/২, প্রধানমন্ত্রীর কার্যালয়, তেজগাঁও, ঢাকা।
৫১। সিনিয়র সচিবের একান্ত সচিব, দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা ও ত্রাণ মন্ত্রণালয়।
৫২। উপজেলা নির্বাহী অফিসার-------------------------(সকল)
৫৩। সিস্টেম এনালিষ্ট , দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা ও ত্রাণ মন্ত্রণালয় (প্রতিবেদনটি ওয়েব সাইটে প্রদর্শনের জন্য অনুরোধ করা হলো)।
৫৪। সিনিয়র তথ্য কর্মকর্তা , দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা ও ত্রাণ মন্ত্রণালয়।
৫৫। মাননীয় প্রতিমন্ত্রীর সহকারী একান্ত সচিব, দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা ও ত্রান মন্ত্রণালয়।

দুর্যোগ পরিস্থিতি মনিটরিং করার জন্য দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা ও ত্রাণ মন্ত্রণালয়ের NDRCC (জাতীয় দুর্যোগ সাড়াদান সমন্বয় কেন্দ্র) ২৪ ঘন্টা (২৪X৭) খোলা থাকে। দুর্যোগ সংক্রান্ত যে কোন তথ্য আদান -প্রদানের জন্য NDRCC'র নিম্ন বর্ণিত টেলিফোন/ ফ্যাক্স/ emailএ যোগাযোগ করার জন্য অনুরোধ করা যাচ্ছেঃ টেলিফোন নম্বরঃ ৯৫৪৫১১৫ , ৯৫৪৯১১৬ , ৯৫৪০৪৫৪ ; ফ্যাক্স নম্বরঃ ৯৫৪০৫৬৭ , ৯৫৭৫০০০ ; Email: ndrcc.dmrd@gmail.com, ndrcc@modmr.gov.bd

দুর্যোগের আগাম বার্তা পাওয়ার জন্য দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা ও ত্রাণ মন্ত্রণালয়ের ১০৯০ টোল ফ্রি নম্বরে ডায়াল করুন।

স্বাক্ষরিত/- ২৭.০৩.২০২০খ্রি:

কাজী তাসমীন আরা আজমিরী
উপসচিব (এনডিআরসিসি)
ফোন: ৯৫৪৫১১৫, ৯৫৪০৪৫৪
Email: ndrcc.dmrd@gmail.com